পারিবেন। এবং অতি সহজেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের পিতা পিতামহের পুণ্যের ফলে আমাদের বর্ত্তমান পুরুষের মুক্তির সময় ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এখন আর হিন্দুদিগকে দীর্ঘকাল এ সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। বাল্য বিবাহই আমাদের মুক্তির প্রধান সহায়। সুতরাং আপনারা নিশ্চয়ই চল্লিশবৎসর বয়স হইতে না হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। আমার অন্ত আর অধিক কিছু বলিবার নাই। আপনারা মুক্তহস্তে হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সাধ্যানুসারে অর্থসাহায্য করিয়া পূর্ব্বপুরুষের মুখ—দেশের মুখ—আর্য্যজাতির মুখ সমুজ্জ্বল করুন—হরি হরি—হরি—”

শ্রীরামপ্রসন্নের বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র সভা ভঙ্গ হইল। প্রাচীন হিন্দুগণ শ্রীরামপ্রসন্নকে ভূয়ো ভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব একেবারে অখণ্ডনীয় যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন?

ভোগাসক্ত, শ্রমকাতর, চিন্তাহীন কাপুরুষেরাই সংগ্রাম এবং বিপ্লবকে জগতের একমাত্র অমঙ্গলের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু বিপ্লব এবং সংগ্রামদ্বারাই সংসারের বর্ত্তমান অবস্থায় জগতের নৈতিকবায়ু পরিশুদ্ধ হইতেছে। বিপ্লব সভ্যতার রথের সারথী এবং সংগ্রাম তাহার অশ্ব। বিবিধ দোষাবহ সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা, বিবিধ দূষিত নৈতিক ভাব সমাজবক্ষে কিম্বা জাতীয়জীবনে ধীরে ধীরে অশান্তি এবং দুঃখ কষ্টের বীজ বপন করে। ক্রমে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া জাতীয়জীবন রুগ্ন, দুর্ব্বল এবং নিশ্চল করে—নৈতিক-বায়ু বিষাক্ত করে। মানবমণ্ডলীর উন্নতির দ্বার অবরোধ করে। তখন সেই জগতপিতার অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে প্রবল ঝঞ্ঝাবাৎস্বরূপ বিপ্লবসহ সংগ্রামানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া নৈতিক-বায়ুকে পরিশুদ্ধ করে এবং জাতীয়জীবনে নবভাব প্রদান করে। সুতরাং বিপ্লব এবং যুদ্ধ কখনও অমঙ্গলের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে বিপ্লব-সম্ভূত সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করে। এই জন্যই

যুদ্ধের জয় পরাজয় সর্ব্বদাই ঈশ্বরেচ্ছাধীন হইয়া রহিয়াছে। মানুষের বুদ্ধি, মানুষের বীরত্ব, এবং মানুষের রণ কৌশলের উপর যদি যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ভর করিত, তবে কি ত্রিভুবনবিজয়ী ভীষ্ম দ্রোণ, অর্জ্জুনের হস্তে পরাজিত হইতেন? তবে কি সমগ্র পৃথিবীর বীরগৌরব নেপোলিয়নকে আর্থার ওয়েলেস্‌লি পরাভব করিতে সমর্থ হইতেন? তবে কি তিনশত সিপাহীসহ লর্ড ক্লাইব সমগ্র বঙ্গের অধিপতি সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিতেন? ঈশ্বরের রাজ্যে ন্যায় এবং সত্যের রাজত্ব সংস্থাপনার্থ যুদ্ধে প্রায়ই জয় লাভ হইবে। পক্ষান্তরে মানবমণ্ডলীর স্বাধীনতা এবং অধিকার হরণার্থ যুদ্ধে সকল প্রকার রণকৌশল-সকল প্রকার সাংগ্রামিক অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়ে। * * * * * * *

২৯এ জুন রাত্রে সার হেন্‌রী লরেন্স লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সী গৃহে স্বীয় প্রকোষ্ঠে বসিয়া ভাবিতেছেন—"শিখসৈন্যসহ সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় সাত আট শত সৈন্য রহিয়াছে—ইহারা কি চিন্‌হাত হইতে বিদ্রোহীদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না?—অবশ্য পারিবে। বিদ্রোহীদিগের সংখ্যা কত হইবে?—না হয় দুইসহস্র হইবে—কি তিন সহস্র হইবে—লর্ড ক্লাইব তিন শত সৈন্যসহ পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে সিরাজের সমগ্র সৈন্য পরাজয় করিয়াছিলেন। ...কর্ণেল আর্থার ওয়েলেস্‌লি আসাইয়ের যুদ্ধে সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যকে পরাভব করিলেন—লর্ড লেক অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ একচসমউদ্দৌল্লার * বীরদর্প চূর্ণ করিলেন।...নিশ্চয়ই আমরা বিদ্রোহীদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হইব।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সহসা তাঁহার একটু নিদ্রার আবেশ হইল। নিদ্রিতাবস্থায় তিনি দেখেন যে,গৈরিকবসনপরিহিত যোগিরাজ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। যোগিরাজের পশ্চাতে অসংখ্য দেশীয় নরনারী দাঁড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাহাদিগের আর্ত্তনাদ এবং চীৎকারে গগন মেদিনী পরিপূর্ণ হইতেছে। তাহারা কথা বলিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। যোগিরাজ সেই লোকারণ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন "Sir Henry,they speak in hunger for bread, not in thirst for revenge.' সার্ হেন্‌রী লরেন্স ইহারা অন্নকষ্টে পড়িয়া চীৎকার করিতেছে—প্রতিহিংসা-পরতন্ত্র হইয়া আর্ত্তনাদ করে না।"

সার হেন্‌রী লরেন্স স্বপ্নাবস্থায় যোগিরাজের কথার প্রত্যুত্তর প্রদানের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে বাক্য বাহির হইল না। কিছুকাল

* যশবন্ত রাও হলকারকে ইংরেজেরা একচসমউদ্দৌলা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

পরে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। যোগিরাজ এবং লোকারণ্য একেবারে অদৃশ্য হইল। পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে যোগিরাজের সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তৎসমুদয় এখন জাগ্রতাবস্থায় তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল।—বাইবেলের কথা মনে পড়িবামাত্র তিনি অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন—"Hath God forsaken us?" ঈশ্বর কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন?

সমস্ত রজনী বারম্বার সার্ হেন্‌রী লরেন্সের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল—Hath God Forsaken Us? ঈশ্বর কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? দেখিতে দেখিতে রাত্র অবসান হইল। প্রভাত হইবামাত্র মৎস্য ভবনে এবং লৌহপুলের নিকট সৈন্যগণ সমবেত হইতে লাগিল। স্বয়ং সার হেনরী লরেন্স সমগ্র সৈন্যের নেতা হইয়া তাহাদিগকে চিনহাড্ অভিমুখে পরিচালন করিতে লাগিলেন। বেলা প্রহরেক হইবামাত্র সৈন্যগণ কুক্‌রেইলে পৌঁছিয়া কিছুকাল তথায় বিশ্রাম করিল। বিশ্রামান্তে, এস্‌মায়েলগঞ্জ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবামাত্র শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ হয়। অনতিবিলম্বে বিদ্রোহীদিগের কতক সৈন্য ইংরাজসৈন্যের দক্ষিণপার্শ্ব হইতে এবং কতক সৈন্য তাহাদিগের উত্তরপার্শ্ব হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে সমুদয় ইংরাজসৈন্য বিনাশের উপক্রম হইল। কর্ণেল কেস (Colonel Case) বিদ্রোহীদিগের গোলার আঘাতে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। কাপ্তান জেমসের উরুদেশে একটী গোলা বিদ্ধ হইল। ক্রমে প্রায় দেড় শত ইংরেজসৈন্য ধরাশায়ী হইল। সার্ হেন্‌রী লরেন্স এখনও ইংরেজসৈন্যদিগকে উৎসাহপ্রদ বাক্যে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু রণক্ষেত্রে আর ইংরেজসৈন্যের তিষ্ঠিবার সাধ্য হইল না। হেন্‌রী লরেন্স তখন অনন্যোপায় হইয়া ইংরেজসৈন্যদিগকে পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু আহতদিগকে বহন করিবার জন্য যে সকল ডুলীবাহক নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে। তৃষিত সৈন্যদিগকে জল দান করিবার লোকও নাই। এ দিকে সমুদয় সৈন্য পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে পর, পশ্চাৎ হইতে বিদ্রোহীদিগের গোলা বর্ষিত হইয়া বিস্তর ইংরেজসৈন্য নিহত হইল। সার হেনরী লরেন্স তখন হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "My God—My God! And I brought them to this—হে আমার পরমেশ্বর, হে আমার পরমেশ্বর—আমি ইহাদিগকে এইরূপ অবস্থাপন্ন করিলাম।"

এইরূপ চীৎকার করিয়া তিনি বিশেষ আগ্রহাতিশয় সহকারে এখন একাগ্রচিত্তে সৈন্যগণের প্রাণরক্ষার জন্য কেবল পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অত্যল্পকাল মধ্যে অধিকাংশ সৈন্য পলায়নপূর্ব্বক প্রাণ-রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে একজন ইংরেজসৈন্যেরও প্রাণরক্ষার সম্ভব ছিল না। ধূলিধূসরিত পলায়নপর সৈন্য-গণ তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে চলিল। ইহাদিগের তৎকালের দুরবস্থা দর্শনে লক্ষ্ণৌ এবং তন্নিকটবর্ত্তি গ্রামসমূহের রাস্তার পার্শ্বস্থিত গৃহস্থগণ আপন আপন গৃহদ্বারে আসিয়া ইহাদিগকে জল প্রদান করিতে লাগিল।

এদিকে কর্ণেল কেশ প্রভৃতি কয়েক জন ইংরেজ সেনাপতি আহত হইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে পড়িয়া রহিলেন। কাপ্তান বাসানো (Captain Bassano) কর্ণেল কেশকে লক্ষ্ণৌ লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ডুলীবাহক-গণ পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে। আহত সৈনিকপুরুষদিগকে লক্ষ্ণৌ লইয়া যাই-বার আর উপায় নাই। কর্ণেল কেশ আত্মরক্ষার চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক কাপ্তান বাসানোকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"আমার আহত মৃতপ্রায় শরীর রক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই—জীবিত সৈন্যসহ পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা কর।"

কাপ্তান বাসানোর বামপদে গোলা বিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এখন তিনি চলৎ-শক্তিহীন হয়েন নাই। তিনি অগত্যা কর্ণেল কেশকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সৈন্যগণ আসন্ন বিপদ হইতে পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলে পর, সার হেনরী লরেন্স ধীরে ধীরে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। মনঃকষ্টে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এক জন শিখসৈন্য দ্বারা নিজের অসি-কোষ এবং আপন শারীরিক নিরাপদ বার্ত্তা রেসিডেন্সীতে প্রেরণ করিলেন। রেসিডেন্সী গৃহের বৈঠকখানা (Banqueting Hall) চলৎ-শক্তিহীন আহত সৈন্যদিগের রোগশয্যায় পরিপূর্ণ হইল। সেখানে সৈনিকবিভাগের ডাক্তার-গণ কাহার হস্ত, কাহার পদ, শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। কাহা-রও শরীরবিদ্ধ গোলা বাহির করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের চীৎকার এবং আর্ত্তনাদে রেসিডেন্সী গৃহ নিনাদিত হইতে লাগিল। আবার কর্ণেল কেশ এবং অন্যান্য নিহত সেনাপতিদিগের স্ত্রীপুত্রের বিলাপ ও পরিতাপের কলরবে সর্ব্বত্রই কোলাহল পরিপূর্ণ হইল।

কিন্তু গৃহের মধ্যস্থিত কোলাহল নিবারিত হইবার পূর্ব্বেই অসংখ্য বিদ্রোহী-

সৈন্য লক্ষ্ণৌ পৌছিয়া রেসিডেন্সী গৃহের উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। সার হেন্‌রী লরেন্স একেবারে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

মানুষ যখন একেবারে আত্মরক্ষার উপায়শূন্য হইয়া পড়ে তখন ঈশ্বর ভিন্ন আর তাহার নির্ভর করিবার স্থান থাকে না। প্রগাঢ়বিশ্বাসী হেনরী লরেন্স এখন কেবল পরমেশ্বরের উপর নির্ভর স্থাপন করিয়া রেসিডেন্সী গৃহ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৩০এ জুন রাত্রে বারম্বার তিনি কেবল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যখনই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে উপবেশন করেন, তখনই পূর্ব্বোল্লিখিত বাইবেলের সেই কথা কয়েকটী তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হয়—তখনই তাঁহার মনে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয়—"Hath God forsaken us"—ঈশ্বর কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন?

বারম্বার মনের মধ্যে এই প্রশ্নের উদয় হইবামাত্র, তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"খৃষ্টের শোণিত দ্বারা সমস্ত জগতের পাপ প্রক্ষালিত হইয়াছে—হে পরমেশ্বর, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি আত্ম-সমর্পণ করিতেছি। আমার নিজের প্রাণ বিনষ্ট হইয়া ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব দৃঢ়ীভূত হউক।"

পরম ধার্ম্মিক হেন্‌রী লরেন্সের এই প্রার্থনাই চরমে পূর্ণ হইল। তাঁহার শোণিত দ্বারা ইংরেজ-রাজত্ব দৃঢ়ীভূত হইল।

১লা জুলাই হইতে লক্ষ্ণৌর ইংরেজগণ কানপুরের ইংরেজদিগের ন্যায় রেসি-ডেন্সী গৃহে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। মৎস্যভবনের ইংরেজসৈন্যগণও এখন রেসিডেন্সী গৃহে আশ্রয় লইলেন। ইংরেজদিগের আর রেসিডেন্সির চতুঃসীমানা হইতে বাহিরে যাইবার সাধ্য রহিল না। প্রায় চোদ্দ পনের হাজার বিদ্রোহীসৈন্য রেসিডেন্সীর চতুষ্পার্শ্ব পরিবেষ্টনপূর্ব্বক রেসি-ডেন্সীর মধ্যস্থিত ইংরেজগণের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত নবাব ওয়াজেদ আলি সাহার জনৈক উপপত্নীর গর্ভ-জাত দ্বাদশবৎসরবয়স্ক বালক ব্রিজিস্ কাদেরকে অযোধ্যার নবাব বলিয়া ঘোষণা করিল।

২রা জুলাই বেলা পূর্ব্বাহ্ণ আট ঘটিকার সময় সার হেন্‌রী লরেন্স শয্যোপরি বসিয়া রহিয়াছেন। কাপ্তান উইলসন্ তাঁহার নিকট বসিয়া অনেকানেক কাগজপত্র পাঠ করিতেছেন। অকস্মাৎ বিদ্রোহীদিগের গোলা গৃহের প্রাচীর

ভেদ করিয়া তাঁহার জানুর উপর নিপতিত হইল। অন্যান্য ইংরেজগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাক্তার ফেরারের গৃহে লইয়া গেলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার শরীরের পূর্ব্বাবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ডাক্তার ফেরার তাঁহার জানু শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সহসা সাহস করিলেন না।

এদিকে সার হেন্‌রী লরেন্সের মারাত্মক আঘাত প্রাপ্তির সংবাদ শ্রবণে কি রেসিডেন্সীবাসী কি বাহিরের লোক সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য ডাক্তার ফেরারের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। বিদ্রোহীগণও সময় পাইয়া ফেরারের গৃহের উপর তখন গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

৪ঠা জুলাই সার হেন্‌রী লরেন্স মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মত্যাগ করিয়া ইংরেজ-রাজত্ব রক্ষা করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই নৈমিত্তিক গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা হেন্‌রী লরেন্স স্বদেশের হিতার্থে গবর্ণরজেনেরলের পদ তুচ্ছ জ্ঞানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব দৃঢ়ীভূত করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে তাঁহার স্মৃতি স্তম্ভে লিখিত হইল…Here lies Henry Lawrence, who tried to do his duty.

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

ধর্ম্মবীর।

I want a hero: an uncommon want.
When every year and month sends forth a new one.
Till, after cloying the gazettes with cant.
The age discovers he is not the true one.—*Byron.*

১লা জুলাই হইতে লক্ষ্ণৌর অধিবাসীগণ নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। নগরের সর্ব্বত্রই ঘোর কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। অবিনাশ বাবু প্রভৃতি বাঙ্গালী কর্ম্মচারিদিগের আর রেসিডেন্সিতে প্রবেশ করিবার সুবিধা রহিল না। অগত্যা তিনিও লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিলেন। কি বাঙ্গালী কি ইংরেজ লক্ষ্ণৌ নগরে প্রায় সকলেই ভৃত্যহীন হইয়া পড়িলেন। যোগিরাজ অস্থ ২রা জুলাই পর্য্যন্তও অবিনাশ বাবুর

গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তিনি লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দোরে যাইবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু অবিনাশবাবু তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়েন না। অবিনাশবাবু যোগিরাজকে কাশীতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঝান্সীর বিদ্রোহের কথা শুনিবার পর, যোগিরাজ যারপর নাই উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালযাপন করিতেছেন। সুতরাং কাশীতে যাইতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

২রা জুলাই অবিনাশবাবু যোগিরাজকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে শ্যামলালবাবুর বাড়ীতে আসিলেন। গৃহের বারেন্দায় প্রবেশ করিবামাত্র গৃহের ভিতর হইতে শ্যামলালবাবুর তর্জ্জন গর্জ্জনের শব্দ ইহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তখন যোগিরাজ অবিনাশ বাবুকে বলিলেন —"এখন শ্যামলাল বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন না। চলুন আমরা এখন ফিরিয়া বাড়ী যাই। কিন্তু শ্যামলাল বাবু ভৃত্যমুখে অবিনাশের আগমন শ্রবণমাত্র বাহিরে আসিয়া বলিলেন "এসো এসো অবিনাশ তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে—আমি মহা বিপদে পড়িয়াছি—এ হিন্দুধর্ম্ম-পরিব্রাজক শ্রীরামপ্রসন্ন সেনকে যাহা করিতে হয় কর। তোমরা সকলেই হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার মেম্বর। কেবল আমার ঘাড়ে এ বোঝা কেন? হিন্দুধর্ম্মই হউক—আর ব্রাহ্মধর্ম্মই হউক তোমাদের একটা ধর্ম্মসভা করিতে হইলেই আমাকে তার সভাপতি করিবে। আর সকল বোঝা সকল বিপদ আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিবে।"

অবিনাশ বাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "এত ক্ষেপেছ কেন? ব্যাপারটা কি?"—

"ব্যাপারটা আমার মাথা—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—আমার বাপের দিব্য যদি আমি আর কখনও কোন সভার সভাপতি হই।"

অবিনাশবাবু শ্যামলালের ভাবভঙ্গী দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্যামলাল বাবু আবার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "না, ভাই আমার বাপের দিব্য যদি আর কোন সভার কাছেও যাই এখন সহরের ধোপা মেথর সব পলাইয়াছে। একটা চাকর মিলে না। আজ সমস্ত দিন অনুসন্ধান করিয়া একটা মেথর পাওয়া গেল না। আমি আর তোমার কোন পরিব্রাজককে গৃহে স্থান দিতে পারি না।"

"তোমার কথা যে আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, মেথরের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী সভার কি সম্পর্ক রহিয়াছে? ব্যাপারটা কি বল দেখি?

"ব্যাপারটা কি তাহা তুমি আর জান না? সে দিন বক্তৃতার সময়ই নাকি এইরূপ ব্যাপার হইয়াছিল।" যোগিরাজ ঈষৎ হাস্য করিলেন।

শ্যামলালের এই শেষোক্ত কথা শুনিয়া যোগিরাজকে হাসিতে দেখিয়া শ্যামলাল বলিলেন—"এই দেখ ইনি ডিটেকটিব্ ডিপার্টমেণ্টের লোক কিনা, সমুদয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন। তুমি চিরকালই মূর্খ তাই ব্যাপারটা কি এখন জিজ্ঞাসা করিতেছ।

অবিনাশবাবু বলিলেন—"ভাই, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কি হইয়াছে? স্পষ্ট করিয়া বলনা।

"হইয়াছে শ্রীরামপ্রসন্নের মাথা। কামানের শব্দ তাঁহার পক্ষে একেবারে পার্গেটিভ (Purgative অর্থাৎ রেচক ঔষধ) হইয়া পড়িয়াছে। কামানের শব্দ হইলেই ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠে। আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। * * * * আমার বাড়ী ঘর বিছানা পত্র একেবারে নষ্ট করিয়াছে। * * * * কাল সমস্ত রাত্রি রেসিডেন্সীতে কামানের হুরুম হুরুম শব্দ হইতেছিল। রাত্রে আমার বৈঠকখানায় তক্তপোষের উপর সাত আট জন লোক শুইয়াছিল। কিন্তু শ্রীরামপ্রসন্নের দৌরাত্ম্যে আর সেখানে কেহই তিষ্ঠিতে পারিল না। এক এক বার কামানের শব্দ হয়, আর শ্রীরামপ্রসন্নের পরিধেয়বস্ত্র নষ্ট হয়। রাত্রি দুইটার সময় আমার চাকর আমার নিকট যাইয়া বলিল যে, শ্রীরামপ্রসন্নবাবুর কলেরা (cholera) হইয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি নীচে বৈঠকখানায় যাইয়া দেখি কিসের তাঁহার কলেরা। শুদ্ধ কেবল কামানের শব্দ শ্রবণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখনই তাহার পরিধেয় বস্ত্র এবং বিছানাপত্র নষ্ট হইয়াছে।

অবিনাশবাবু বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! ইংরেজদিগের সাত আট বৎসরের বালক বালিকাগণও ত কামানের শব্দ শুনিয়া ভীত হয় না। এ বড় লজ্জার কথা এই চল্লিশ বৎসরের বুড়—কামানের শব্দ শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কি লজ্জা! কি লজ্জা!"

"ভাই, সে শ্রীরামপ্রসন্নের লজ্জা নাই। মুখে সে এখনও অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ করে। কাল রাত্রে তাহার কলেরা (অর্থাৎ অতিসার) হইয়াছে শুনিয়া আমি তাঁহার নিকট যাইবামাত্র, আমার কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে আপনাআপনি বকিয়া উঠিল—"আমি কি আর ইংরেজদিগের কামানকে ভয় করি—আমরা আর্য্য সন্তান—আর্য্যদের কি না ছিল—ইহাপেক্ষা কত প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড অস্ত্র ছিল”—ভাই তাহার এইরূপ কৃত্রিম বীরত্বপ্রকাশ করিবার সময় তাহার কথা শুনিয়া আমিও হাসি সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমিও তখন তোমার ন্যায় হাসিতে লাগিলাম। কিন্তু এখন আর সহ্য করিতে পারি না। আর আমি শ্রীরামপ্রসন্নকে আমার বাড়ীতে স্থান দিতে পারি না। তুমি তাহাকে তোমার বাড়ীতে লইয়া যাও।”

শ্যামলালের বাক্যাবসানে অবিনাশ বলিলেন “কোথায় শ্রীরামপ্রসন্ন চল, দেখি তাহার কিরূপ অবস্থা হইয়াছে।

শ্যামলাল বাবু তখন অবিনাশ এবং যোগিরাজকে সঙ্গে করিয়া তাহার বাহির-বাড়ীর উত্তর দিকের প্রকোষ্ঠে চলিলেন। শ্রীরামপ্রসন্ন একক সেই প্রকোষ্ঠে ছিল। শ্যামলালবাবু প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র রেসিডেন্সী হইতে হুরুম হুরুম হুরুম ভীমনাদে কামানের শব্দ হইতে লাগিল। তখন শ্রীরামপ্রসন্ন কম্পিত পদসঞ্চারে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল—“ভাই এসো—ভাই—এসো—তুমি সাধু—তুমি ধন্য—মনের সাধ মিটাইয়া—তোমাকে—গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করি—তুমি—তুমিই লক্ষ্ণৌতে ধর্ম্মসভা—সংস্থাপন করিয়া—আমাদের পিতৃ-পুরুষের—আমাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম—বজায়—বজায় রাখিয়াছ—তুমিই—আমাদের—আমাদের পৈত্রিকধর্ম্মের—মূলে—বারি সিঞ্চন করিতেছ—”

শ্যামলালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে এইরূপ বলিবার সময় তাঁহার মলমূত্র অবিশ্রান্ত শ্যামলাল বাবুর পায়ের উপর পড়িতে লাগিল। তিনি আর কোন প্রকারে তাহাকে ছাড়াইতে পারিলেন না। সে প্রেমালিঙ্গনের ভাণ করিয়া আর গলা ছাড়ে না। বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে গলা ধরিয়া রহিল। শ্যামলাল তখন অত্যন্ত কর্কশস্বরে বলিলেন—“চলে যাও,—তোমার ওসব—ভণ্ডামি ভাল লাগে না।” কিন্তু সে আবার হাঁপাইতে—হাঁপাইতে বলিতে লাগিল—তোমাকে—তোমাকে কি আমি—ছাড়িতে পারি—তুমি—তুমি—পদাঘাত করিলেও—পদাঘাত করিলেও ছাড়িব না—প্রহার করিলেও ছাড়িব না—জগাই—মাধাই চৈতন্যকে প্রহারপর্য্যন্ত করিলেন—তবু—তবু মহাপ্রভু তাহাদিগকে ছাড়িলেন না—প্রহার করিতে হয় কর—ধর্ম্মের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারি—কিন্তু তোমাকে ছাড়িতে পারি না—তুমি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ—তুমি আমার হৃদয়ের ভক্তিচন্দন এবং প্রেমবারি গ্রহণ কর”—

হৃদয়ের ভক্তিচন্দন এবং প্রেমবারি বলিবামাত্র শ্যামলাল তাঁহাকে একেবারে সজোরে ঠেলিয়া ফেলিয়া সক্রোধে বলিলেন—“রেখে দেও, তোমার ভক্তিচন্দন

এবং প্রেমবারি। গতরাত্রে তুমি অবিশ্রান্ত ভক্তিচন্দন এবং প্রেমবারি বর্ষণ করিয়া, আমার ঘর দরজা, বিছানাপত্র সব নষ্ট করিয়াছ। এখন উদরের সমুদয় ভক্তিচন্দন এবং প্রেমবারি আমার গাত্রে লাগাইবে না কি? তোমার বস্ত্রের দুর্গন্ধে এখানে লোক তিষ্ঠিতে পারে না।"

শ্যামলাল এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র অবিনাশ একেবারে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন—"ঠিক হইয়াছে—ঠিক হইয়াছে—চন্দন এবং বারি উভয়ই তোমার অদৃষ্টে মিলিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণীসভার সভাপতি হইয়া তুমি একেবারে কৃতার্থ হইয়াছ, জীবন সফল করিয়াছ।"

শ্যামলাল বলিলেন—"ভাই আমি একলা কেন?—এ ভক্তিচন্দন এবং প্রেমবারি হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার সমুদয় মেম্বরকে (সভ্যকে) ভাগ করিয়া লইতে হইবে।"

অনেকক্ষণ যাবৎ এই ভক্তিচন্দন এবং প্রেমবারির কথা লইয়া ইহাদিগের মধ্যে হাসাহাসি হইতে লাগিল। পরে অবিনাশ এবং যোগিরাজ উঠিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অবিনাশ কিছু দূর যাইয়া যোগিরাজকে বলিলেন—"শ্যামলালও ঠিক শ্রীরামপ্রসন্নেরন্যায় চালাকি করিতেছেন। আমরা ত ওকে কখনও কোন সভার সভাপতি হইতে অনুরোধ করি নাই। কোন সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব হইলেই ও নিজে সভাপতি হইবার জন্য উমেদারি করে;—নিজে চেষ্টা করিয়া সভাপতি হয়;—এখন বলিতেছে যে আমরা সকলে ওকে ধরিয়া বান্ধিয়া সভাপতি করিয়াছিলাম। লোকটার সকল বিষয়েই ভণ্ডামি এবং কপটাচরণ।"

যোগিরাজ বলিলেন—"ভণ্ডামি এবং কপটাচরণের জন্য কি শ্যামলাল কি শ্রীরামপ্রসন্ন কাহাকেও তুমি নিন্দা করিতে পার না। সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে এখন ভণ্ডামি এবং কপটাচরণ ভিন্ন আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। ঈদৃশ সর্ব্বব্যাপী ভণ্ডামি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবি ফল।

অবিনাশ বাবু এবং যোগিরাজ এই প্রকার নানা কথা কহিতে কহিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন। বাড়ীতে পৌঁছিয়া আহারান্তে অবিনাশবাবু রাত্রে কাশীতে চলিয়া যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

যোগিরাজ পূর্ব্বেই ঝান্সী যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। অদ্য অবিনাশ বাবুর নিকট হইতে হয়ত আবার জন্মের মতন বিদায় হইবেন, এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বসিয়া আছেন। কিছু কাল পরে

অবিনাশ বলিলেন "ভাই বোধ হয় এ জীবনে আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না।"

যোগিরাজ বলিলেন এই বিদ্রোহের পর তিনি একবার বঙ্গদেশে যাইবেন। সেখানে জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে কোন উপায় অবলম্বন করিবার সুযোগ হইলে কিছুকাল স্বদেশে থাকিবেন।

যোগিরাজের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে গৈরিকবসনপরিহিত একজন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ অকস্মাৎ তাঁহাদিগের নিকট আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র অবিনাশ বাবু বলিলেন—"আসতে আজ্ঞা হউক—পরিব্রাজক মহাশয়—আসুন, —আপনার শরীর ভাল আছে ত"—

নবাগত ব্যক্তি বলিলেন—"মহাশয়, আমার শরীর ভাল আছে কিনা তদ্বিষয়ে আমি ভ্রুক্ষেপও করিনা। এ অকিঞ্চিৎকর শরীরের দ্বারা কি লাভ হইবে? আমাদের পূর্ব্বপুরুষের পরম পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম এখন বিলোপপ্রায়। আমি কেবল মনোমোহন প্রাণের ঠাকুর সনাতন ধর্ম্মটিকে বাঁচাইতে চাই। ধর্ম্ম আমার পৈতৃক সম্পত্তি, আজ যদি অগ্নিকুণ্ডে এ ধর্ম্ম পুড়িয়া যায়, তবে আমার পিতার নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্কের কালিঝুলি পড়িবে। তাই আমি স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া, স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেছি। পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য আমি প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে পারি, পর্ব্বত এবং সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারি। এই যে ইংরেজদিগের কামান, ইহার সম্মুখে আপন বক্ষঃ পাতিয়া দিতে পারি। আমি কি আর ইংরেজদিগের কামানকে ভয় করি"—

"আমি কি আর কামানকে ভয় করি" এই কথা নবাগত ব্যক্তির মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র, অবিনাশ এবং যোগিরাজ আপন আপন মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া হাসিতে লাগিলেন—কিন্তু নবাগত ব্যক্তির কথা এখনও শেষ হয় নাই। তিনি আরও বলিতে লাগিলেন—"আমরা আর্য্যসন্তান—আমাদের সকলই গিয়াছে। রাজ্য, ধন, মান, সম্ভ্রম—না গিয়াছে কি? কেবল যায় নাই আমাদের ধর্ম্মের অন্তঃকরণ, ধর্ম্মের প্রতি উচ্চদৃষ্টি আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না; বর্ষাকালে যখন সরোবরের জল বৃদ্ধি হয়, তখন সেই জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সরোবরজাত কমলের মৃণালও বাড়িয়া উঠে। কিন্তু গ্রীষ্মের বিষম সন্তাপে সেই জল যখন কমিয়া যায় জলের বর্দ্ধিত উচ্চতা কমিয়া নীচতা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই নীচতার সহিত মৃণাল-দণ্ড নীচতার দিকে ঝুকে কি? সে যে এক সময় বড় হইয়াছিল, সে কি আর খাট হইতে পারে? সে শুকাইয়া মরিয়া

যাইবে, তাহাও স্বীকার, কিন্তু কিছুতেই নীম্নগামী হইবে না। তাই বলিতেছি, আমরা মরিয়া যাইব তাহাও প্রার্থনীয়। কিন্তু ধর্ম্মের উচ্চ অন্তঃকরণকে কিছুতেই খাট করিতে পারিব না।"

নবাগত ব্যক্তিকে ক্রমাগত এই প্রকার বকিতে দেখিয়া অবিনাশ ইংরাজিতে যোগিরাজকে বলিলেন—"What is the matter with this fool. He is delivering another lecture. এ নির্ব্বোধের কি হইয়াছে? এ যে আর একটা বক্তৃতা করিতেছে—"

নবাগত ব্যক্তি যে ইংরেজি জানেন না, তাহা অবিনাশ বাবু পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন; সুতরাং ইংরেজিতে যোগিরাজের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। ইহাদিগকে ইংরাজিতে কথা বলিতে দেখিয়া নবাগত ব্যক্তি নির্ব্বাক হইলেন। এই নবাগত ব্যক্তির আর এখানে পরিচয় প্রদান করিতে হইবে না; বক্তৃতা পাঠ করিয়াই, পাঠকগণ ইহাকে চিনিতে পারিবেন। ইহার বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিলেন—"পরিব্রাজক মহাশয়, আমার সঙ্গে আপনার কোনও কথা থাকে ত বলুন। আমি আজ বড় ব্যস্ত আছি। রাত্রেই বোধ হয় এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে চলিয়া যাইব।"

পরিব্রাজক বলিলেন—"মহাশয়, বড় শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আপনার এখানে আসিয়াছি। শ্যামলাল বাবু লক্ষৌর হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা উঠাইয়া দিবেন। তিনি বলিলেন লক্ষৌতে আর হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা রাখিবেন না। এখন আপনারা যদি এই সভা রক্ষা করেন তবেই আমাদের ধর্ম্মরক্ষা হয়। পিতৃ-পুরুষের মুখোজ্জ্বল হয়।"

অবিনাশ বলিলেন—"মহাশয়, আমার কথা কে শুনিবে? এই স্থানের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে শ্যামলাল সকলের অগ্রণী। তিনি সভা উঠাইয়া দিলে আর কাহারও সভা সংস্থাপন করিবার সাধ্য হইবে না।"

অবিনাশের কথা শুনিয়া শ্রীরামপ্রসন্ন কিছুকাল নির্ব্বাক রহিলেন। তিন চারি মিনিট পরে আবার বলিলেন—"যদি একান্তই আপনারা সভা উঠাইয়া দিতে চাহেন, তবে আমাকে একখানি সার্টিফিকেট (Certificate) দিতে হইবে। আপনি লক্ষৌএর ডিপুটী কমিসনারের মুনসেরিফ। আপনার সার্টিফিকেটে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভব আছে।"

অবিনাশ বলিলেন—"কি সার্টিফিকেট দিব।"

"আজ্ঞা, অধিক কিছু নহে—এইমাত্র লিখিয়া দিবেন যে "ধর্ম্মবীর (Myrtar)

শ্রীরামপ্রসন্ন সেন, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহার বক্তৃতা এবং উপদেশশ্রবণে আমরা সকলে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। আশা করি দেশীয় ধনীলোকেরা আর্থিক সাহায্য দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতে ক্রটী করিবেন না।”

শ্রীরামপ্রসন্ন সার্টিফিকেট চাহিবামাত্র যোগিরাজ হাসিতে লাগিলেন। অবিনাশ বলিলেন—

“মহাশয় আমি এইরূপ সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতে পারিব না। আমাকে ক্ষমা করিবেন। আর আমি আজ রাত্রেই লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিব। আমি আজ বড় ব্যস্ত আছি। অতএব আমি আপনার নিকট হইতে এখন বিদায় প্রার্থনা করি।”

এই বলিয়া অবিনাশ শ্রীরামপ্রসন্নকে বিদায় করিলেন। রাত্রি অবসান হইবার পূর্ব্বেই তিনি যোগিরাজের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক কাশীতে চলিলেন। যোগিরাজও লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ ঝান্সী যাইবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষকালে, অগ্রে ইন্দোর গমন করাই স্থির করিলেন।

লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহীদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শ্রীরামপ্রসন্নের আর কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সাধ্য হইল না। কামানের শব্দই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। ধর্ম্মবীর শ্রীরামপ্রসন্ন সেন অনতিবিলম্বে লক্ষ্ণৌ নগরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাহার মৃত্যুর দশ বার বৎসর পূর্ব্বে তিনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ধনী লোকদিগের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া অন্যূন দুই তিন লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমুদয় টাকা তিনি মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে চরম পত্র দ্বারা (Will) তাহার সঙ্গী এবং শিষ্য শ্রীতারকপ্রসন্নের বিধবা কন্যাকে অর্পণ করিলেন। এতভিন্ন বলরামপুরের রাজার নিকট হইতে যে তিনি হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ পাঁচ সহস্র টাকা আনিয়াছিলেন, তাহা শ্যামলাল বাবুর নিকট আমানত ছিল। শ্যামলাল বাবু সে টাকা লক্ষ্ণৌহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার তহবিলে জমা করিয়া লইলেন। কিন্তু লক্ষ্ণৌর হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা একেবারে উঠিয়া গেল। সভা উঠিয়া যাইবার সময় সভার সম্পাদক শ্রীগোপাল বাবুর হস্তে প্রাগুক্ত পাঁচ হাজার টাকা সহ মোট প্রায় আট নয় হাজার টাকা সঞ্চিত ছিল। সভ্যগণ ইহার কিয়দংশ দীনদুঃখীদিগের সাহায্যার্থে দান করিলেন। কিন্তু অধিকাংশই সভ্যগণের ডিনার পার্টি এবং

সাম্পিন ব্রাণ্ডিতে ব্যয় হইল। শ্রীরামপ্রসন্নের প্রতিষ্ঠিত বেনারসের হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা বোধ হয় এখনও আছে। তাঁহার চেলাগণ মধ্যে কেহ শ্রীকান্ত-প্রসন্ন, কেহ শ্রীকণ্ঠপ্রসন্ন ইত্যাকার নাম ধারণপূর্ব্বক বোধ হয় আজপর্য্যন্তও এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। কিন্তু বেনারস হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার অধ্যক্ষদিগের বক্তৃতা এবং উপদেশ শ্রীরামপ্রসন্ন সেনের বক্তৃতা এবং উপদেশের পুনরুক্তি মাত্র। পাঠকগণ মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার বিষ্বার্ণব এবং পরিব্রাজকদিগের বক্তৃতা এবং উপদেশ পাঠ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন যে, এই পুস্তকোদ্ধৃত শ্রীরামপ্রসন্নের বক্তৃতার সঙ্গে তাহার বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। কেবল সাদৃশ্য কেন, বর্ত্তমান সময়ের হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকগণ হিন্দুধর্ম্ম সমর্থনার্থ ঠিক শ্রীরামপ্রসন্ন যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই বলিতেছেন। এই প্রকার এক কথা চিরকাল বলিলে তদ্দ্বারা লোকের মন আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার আর আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

কৃতঘ্নতা।

Mercy is a word we have scratched out of our memories; Mercy to native is death to us.—*A military Offiicer.*

স্বার্থপরতা এবং আত্মরক্ষার প্রবল বাসনা মানুষকে ভ্রমে নিপতিত করিয়া চরমে আত্মবিনাশের পথে পরিচালন করে। বিগত সিপাহী-বিদ্রোহোপলক্ষে স্বার্থপরতা এবং প্রবল আত্মরক্ষার বাসনা ইংরেজদিগকে একেবারে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করিল। কে বন্ধু, কে শত্রু তাহাও তাঁহাদিগের অবধারণ করিবার সাধ্য রহিল না। দেশীয় লোকদিগকে হত্যা করিবার সুযোগ পাইলেই দোষী নির্দ্দোষী শত্রু মিত্র কাহারও প্রাণবিনাশে ক্ষান্ত হইতেন না। আলিগড়ের নিকট খুর্জা সহরে একটী মস্তকশূন্য কঙ্কাল দর্শনে, কেহ কেহ তাহা ইংরেজের কঙ্কাল বলিয়া মনে করিলেন। কেহ কেহ বা সিপাহীদিগের কঙ্কাল বলিয়া অবধারণ করিলেন। ইংরেজের কঙ্কাল কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইল বলিয়া স্পেট্ সাহেব খুর্জার অধিবাসিদিগের প্রাণদণ্ড করিলেন না। কিন্তু অন্যান্য ইং-রেজ স্পেট্ সাহেবকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন যে, এইরূপ সন্দেহস্থলে খুর্জার

অধিবাসিদিগকে দণ্ড করা উচিত ছিল। তিনি খুর্জা সহরের সমুদয় লোকের প্রাণদণ্ড না করিয়া কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিয়াছেন *। বিদ্রোহের প্রারম্ভে যে সকল লোক আপন আপন প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া ইংরেজদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন দুই তিন মাস পরে অন্যান্য ইংরেজ আবার তাঁহাদিগকেও শত্রু মনে করিয়া প্রাণসংহার করিলেন। সিপাহীবিদ্রোহ উপলক্ষে যে কি ভয়ানক কাণ্ড হইয়াছে তাহা স্মৃতিপথারূঢ় হইলেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে।

কেহ কেহ ইংরেজদিগের এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণসমর্থনার্থ কানপুরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কানপুর হত্যাকাণ্ডই ইংরেজদিগকে একেবারে ক্ষিপ্ত করিয়াছিল। কিন্তু কানপুরের দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডের অনেক পূর্ব্বে এবং প্রথম হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার হইতে না হইতেই ইংরেজেরা এদেশের সমুদয় লোককেই শত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ঈদৃশ অবিশ্বাসএবং অন্ধতা নিবন্ধনই বিদ্রোহানল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। নহিলে সিপাহীবিদ্রোহ সত্বরই নিবারিত হইত।

১লা জুলাই হলকারের কণ্টিনজেণ্ট সৈন্যদিগের মধ্যে কয়েক জন সিপাহী বিদ্রোহী হইয়া ইন্দোর নগরস্থিত ইংরেজদিগের রেসিডেন্সি আক্রমণ করিল। মহারাজ হলকার ইংরেজদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইন্দোরের রেসিডেণ্ট ডুরাণ্ড সাহেব (Mr. Durand) এবং ফেদারহেড্ (Feather head) প্রভৃতি অন্যান্য ইংরেজ হলকারকে বিদ্রোহীদিগের উৎসাহদাতা বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। বিদ্রোহিগণ রেসিডেন্সি আক্রমণ করিবামাত্রই ডুরাণ্ড এবং তাহার সহকারী ফেদারহেড পলায়ন পূর্ব্বক বম্বে চলিয়া গেলেন। ইন্দোর হইতে চারি ক্রোশ দূরে মাহু (Mhow) নগরে ইংরেজদিগের সৈন্য ছিল। ডুরাণ্ডের পলায়নবার্ত্তা শ্রবণে মাহু নগরের ইংরেজসেনাপতি কাপ্তান হাঙ্গারফোর্ড (Captain Hungerford) হলকারের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহার রাজ্যমধ্যে মার্শেল আইন (Martial law) জারি করিলেন। হলকারের রাজ্যের দোষী নির্দ্দোষী অনেকানেক লোক হাঙ্গারফোর্ডের কোপানলে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। বোধ হয় হাঙ্গারফোর্ডের রেজিমেণ্টে অনেক ইংরেজসৈন্য থাকিলে তিনি হলকারকে আক্রমণ করিতেও ত্রুটি করিতেন না।

এদিকে হলকার অনেকানেক অসহায় ইংরেজকে আশ্রয় প্রদান করিলেন

* Vide *Friend of India* 11th November, 1858.

ও ইংরেজদিগের মালখানার টাকা রক্ষা করিলেন। বিদ্রোহিগণ তাঁহার ঈদৃশ আচরণ দর্শনে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইল। ৪ঠা জুলাই হলকারের প্রায় সমুদয় সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হলকারের সৈনিক-বিভাগের পদচ্যুত বক্সী সাদাত খাঁ, মৌলবী আবদুল সোমেদ এবং ডুরাণ্ড সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র নবাব ওয়ারেস আহাম্মদ খাঁ বিদ্রোহিদিগের নেতা হইলেন। বিদ্রোহিগণ নগরের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নগরবাসিদিগের গৃহ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। হলকার এপর্য্যন্ত কেবল ইংরেজসৈন্যের আগমন আশায় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু ইংরেজেরা তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি একেবারে অনন্যোপায় হইয়া পড়িলেন।

এইরূপ বিপন্নাবস্থায় হলকার অগত্যা বিদ্রোহিদিগের সঙ্গে যোগ প্রদান করিলেও তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। কিন্তু মহারাজ হলকার অল্প-বয়স্ক হইলেও বিশেষ সাহসী ছিলেন। তিনি কয়েকজন সৈনিকপুরুষসহ অশ্বা-রোহণে একেবারে বিদ্রোহিদিগের নিকট গমন করিলেন। বিদ্রোহিগণ তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেখিবামাত্র তাহাদের মধ্যের একজন বলিল,—"কাপুরুষ হলকার, ধিক্ তোমার জীবনে!"

আর একজন বলিল,—"ভীরু, যদি মনুষ্যত্ব থাকে, এখনই যশোবন্ত রাওর ন্যায় সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা কর। ইংরেজদিগের রাজত্ব গিয়াছে।"

তৃতীয় বলিল, "কাফের ফিরিঙ্গিদিগকে এখনই আমাদের হস্তে সমর্পণ কর, নতুবা তোমাকেও রাজ্যচ্যুত করিব।"

চতুর্থ বলিল,—"এখনই উমেদসিংহ, রামচন্দ্ররাও, এবং গণেশশাস্ত্রীর শিরশ্ছেদন করিব। ইহারাই তোমাকে কুপরামর্শ দিতেছে।"

হলকার বিশেষ সাহস প্রদর্শনপূর্ব্বক বিদ্রোহিদিগকে বলিলেন—"মনে করিবে না, যে আমি প্রাণ থাকিতে ইংরেজদিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিব। প্রাণপণে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিব। মরিলেও তাঁহাদিগের মৃত শরীর তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে দিব না।"

বিদ্রোহিগণ হলকারের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইল। তাহা-দিগের মধ্য হইতে একজন আবার বলিয়া উঠিল। "মহারাষ্ট্রীয় কুলাঙ্গার—ফিরিঙ্গির গোলাম—"

আর একজন বলিল—"পুরুষত্ব থাকে ত আপন পৈত্রিক ধর্ম্মরক্ষা কর।"

হলকার বিশেষ তেজস্বিতা প্রকাশ পূর্ব্বক আবার বলিলেন—"রে পাষণ্ড—

নারীহত্যা এবং শিশুহত্যা কি আমাদিগের পৈত্রিক ধর্ম্ম? মহাপুরুষ শিবজীর কথা তোদের স্মরণ নাই—নারী, কৃষক এবং গাভী অবধ্য।”

বিদ্রোহিগণ দেখিল যে, হলকার কিছুতেই তাহাদিগের সঙ্গে যোগ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং তখন তাহারা নিরাশ হইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিল। এদিকে ডুরাণ্ড সাহেব বম্বে পৌছিয়া হলকার বিদ্রোহী হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট করিলেন। মাহু সহরে হাঙ্গারফোর্ড সাহেব হলকারের রাজ্যমধ্যে সমরানল প্রজ্জলিত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। হলকার অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িলেন।

এই সকল ঘটনার ছয় সাত দিবস পরে, যোগিরাজ ইন্দোরে পৌছিলেন। লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগের পর, তিনি প্রথমতঃ ঝান্সীতে যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। কিন্তু ঝান্সীর পথে ইন্দোরে যাইবার সুবিধা হইল না। সুতরাং ভুপালের মধ্যদিয়া তিনি সাতআট দিনের মধ্যে ইন্দোরে আসিয়া পৌছিলেন। এখানে হলকারের বর্ত্তমান আচরণের আমূল বিবরণ শ্রবণ করিয়া তিনি যারপর নাই সন্তোষলাভ করিলেন। কিন্তু ইংরেজদিগের বর্ত্তমান ব্যবহার দর্শনে হলকারের বিশেষ মনঃকষ্ট হইল। ইহাতে মনে কষ্ট কেনই বা না হইবে। তিনি প্রাণপণে ইংরেজদিগের সাহায্য করেন। কিন্তু ইংরেজেরা তাঁহাকে বিদ্রোহিদিগের নেতা মনে করিয়া তাঁহার রাজ্যমধ্যে সমরানল জ্বালিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

হলকারের কুপরামর্শদাতাগণ ইংরেজদিগের বর্ত্তমান ব্যবহার সর্ব্বদা তাঁহার নিকট বিবৃত করিয়া এখনও তাঁহাকে বিদ্রোহিদিগের পক্ষাবলম্বনার্থ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এখন জ্যোতির্ব্বিদগণ ইংরেজ-রাজত্ব বিলোপ হইবে বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তরুণ হলকার চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তিনি হিতাহিত কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে অনেক চিন্তা করিয়া হলকার ইংলণ্ডে রবার্ট হামিণ্টন (Robert Hamilton) সাহেবের নিকট বর্ত্তমান সমুদয় অবস্থা লিখিলেন। হামিল্টন সাহেবই ইন্দোরের স্থায়ী রেসিডেণ্ট। ডুরাণ্ড সাহেব হামিল্টনের অনুপস্থিতিনিবন্ধন অত্যল্পকালের জন্য প্রতিনিধি রেসিডেণ্ট স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হামিণ্টন সাহেব হলকারকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহার যত্নেই হলকার ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু রবার্ট হামিণ্টনের ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই কাপ্তান হাঙ্গারফোর্ড (Captain Hungerford) হলকারের রাজ্য মধ্যে অত্যন্ত

উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। ইহাদিগের ঈদৃশ আচরণ দর্শনে হলকার ভাবিতে লাগিলেন যে, শাস্ত্রের কথা কিছুই মিথ্যা নহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে, মৃত্যুকালে কিম্বা আসন্ন বিপদকালে লোকের বিপরীত বুদ্ধির সঞ্চার হয়। হয় ত ইংরেজদিগের এই আসন্ন বিপদকাল সমুপস্থিত বলিয়াই ইহাদিগের এইরূপ দুর্বুদ্ধির সঞ্চার হইয়াছে। এই চিন্তা কখনও কখনও হলকারের মনে ইংরেজদিগের পক্ষ পরিত্যাগ করিবার বাসনার উদ্রেক করিত। কিন্তু হামিণ্টন সাহেবের অকৃত্রিম স্নেহপরিপূর্ণ ব্যবহার মনে হইলেই ঈদৃশ বাসনা তাঁহার মন হইতে পলায়ন করিত। বস্তুত রবার্ট হামিণ্টনের স্নেহবন্ধনই হলকারকে ইংরেজদিগের পক্ষে বান্ধিয়া রাখিল। * * * * * * *

নিশীথে কখনও কখনও হলকার ছদ্মবেশে নগরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিতেন। যোগিরাজ আনন্দাশ্রমস্বামীর ইন্দোরে পৌঁছিবার দুই এক দিন পরে, হলকার ছদ্মবেশে একদা রাত্রে ইন্দোরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিতেছেন। হঠাৎ একটী বৃক্ষতলে গৈরিক বসনপরিহিত অতি সুন্দর একটী যুবককে দেখিতে পাইলেন। যুবক বৃক্ষতলে শয়ন করিবার আয়োজন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার প্রতি হলকারের মন আকৃষ্ট হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন কি আশ্চর্য্য! এইরূপ সুশ্রী যুবক এত অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছেন; যুবকের সঙ্গে হলকারের বাক্যালাপ করিবার ইচ্ছা হইল। তিনি তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"সন্ন্যাসীঠাকুর, আপনি বৃক্ষতলে শয়ন করেন কেন? পথিকদিগের বিশ্রামার্থ নগরের মধ্যে অনেক পান্থ-শালা আছে।"

যুবক বলিলেন—"গ্রীষ্মকালে গৃহ অপেক্ষা বৃক্ষতলই সমধিক সুস্নিগ্ধ। বৃক্ষতলে শয়ন করিতেই আমি ভালবাসি।"

"যদি আজ রাত্রে বৃষ্টি হয়, তখন কি করিবেন?"

"এ বৃক্ষতলে অধিক জল পড়িবে না। দুই এক ফোটা জল পড়িতে পারে।"

"আপনার আশ্রম কোথায়?"

"যখন যেখানে থাকি সেই স্থানই তখন আমার আশ্রম। আজ এই বৃক্ষতল আমার আশ্রম হইয়াছে।"

"আপনি কি মান্দ্রাজি লোক? আপনার পরিচ্ছদ এবং কথাবার্ত্তায় আপনাকে মান্দ্রাজি লোক বলিয়া বোধ হয়।"

"মান্দ্রাজ, বম্বে, মালওয়া, রাজপুতানা সর্ব্বত্রই আমার যাতায়াত আছে।"

এই যুবক সন্ন্যাসীর আর এখানে পরিচয় প্রদান করিতে হইবে না। ইনি পাঠকগণের পূর্ব্বপরিচিত যোগিরাজ।

সন্ন্যাসীর এই শেষোক্ত কথা শুনিয়াই হলকারের মনে সন্দেহের উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, এ ব্যক্তি প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে। নিশ্চয়ই ইংরেজদিগের গুপ্তচর হইবে। বিদ্রোহিদিগের সঙ্গে আমার যোগ আছে কি না তাহাই ছদ্মবেশে অনুসন্ধান করিতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি ইংরেজি জানেন?"

"বাল্যকালে কিঞ্চিৎ ইংরেজি শিক্ষা করিয়াছিলাম।"

হলকার আবার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"একি আশ্চর্য্য! ইংরেজি শিক্ষা করিলে লোক কখনও সন্ন্যাসী হয় না। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই ইংরেজদিগের গুপ্তচর।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এইস্থানে কি আপনার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে? না অন্যত্র কোথাও চলিয়াছেন?"

"এই স্থানেই একটু প্রয়োজন আছে।"

"আপনার এই স্থানে কাহার নিকট কি প্রয়োজন আছে তাহা প্রকাশ করিবার বিশেষ বাধা না থাকিলে আমার নিকট প্রকাশ করিতে পারেন। আমি এই স্থানের লোক। আমার দ্বারা আপনার কার্য্যের সাহায্য হইবার সম্ভব থাকিলে, আমি সাহায্য প্রদানে বিরত হইব না।"

"মহারাজ হলকারের দরবারের কোন রাজপুরুষের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?"

"দরবারের সকলের সঙ্গেই আমার আলাপ আছে।"

"আপনি কি রাজসরকারে কার্য্য করেন?"

"না।"

"তবে বোধহয় আপনার দ্বারা আমার কার্য্যের সাহায্য হইবার সম্ভব নাই।"

ছদ্মবেশী মহারাজ হলকার এখন এই সন্ন্যাসীকে ইংরেজদিগের গুপ্তচর বলিয়া নিশ্চয় অবধারণ করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার দরবারের লোকদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়া গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—"আমার পিতা রাজসরকারে কার্য্য করেন। স্বয়ং মহারাজের নিকট আপনার কোনপ্রয়োজন থাকিলেও আমি আপনাকে সাহায্য করিতে পারিব।"

যোগিরাজ বলিলেন—"মহারাজ হলকারের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় এখানে আসিয়াছি। কিন্তু সহজে রাজগণের সঙ্গে কাহারও সাক্ষাৎ করিবার সাধ্য নাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান বিদ্রোহের গোলযোগে সমুদয় রাজ-পুরুষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এখন যে কি উপায়ে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারি না।"

"কি জন্য আপনি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন?"

"যে জন্য তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহি, তাহা অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না।"

"আপনার সে অভিপ্রায় প্রকাশ না করিলে ত মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা হইবে না। যে অভিপ্রায়ে আপনি সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তাহা দরবারের লোকদিগের দ্বারা মহারাজের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে।"

"আমার সে অভিপ্রায় আমি অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না।"

"তবে আর মহারাজের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা হইবে না।"

"না হয়, না হইল। আমি মহারাজের নিকট কোন অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহি। তাঁহার নিজের মঙ্গলার্থ তাঁহার নিকট একটা কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল।"

"আপনি বোধ হয় তবে জ্যোতির্ব্বিদ হইবেন। এই বিদ্রোহ-উপলক্ষে অনেক জ্যোতির্ব্বিদ মহারাজের মঙ্গলার্থ তাঁহার নিকট অনেক কথা বলিতে আসিয়াছিলেন।"

"না,—মহাশয় আমি জ্যোতির্ব্বিদ নহি। মহারাজ হলকারের নিকট যে অনেকানেক ভণ্ড জ্যোতির্ব্বিদ আসিয়াছিলেন তাহা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি।"

"যে সকল জ্যোতির্ব্বিদ মহারাজের নিকট ইতিপূর্ব্বে আসিয়াছিলেন তাহাদিগকে আপনি ভাক্ত জ্যোতির্ব্বিদ বলিতেছেন কেন? তাঁহারা কি প্রকৃত জ্যোতির্ব্বিদ নহেন?"

"একে ত জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অধিকাংশই ভণ্ডামি। তাহাতে আবার জ্যোতি-র্ব্বিদগণ এই শাস্ত্র জীবিকানির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করেন। সুতরাং অর্থলোভে তাঁহারা লোকের মনোরঞ্জনার্থ বিবিধ মিথ্যাবাক্য বলেন। এইরূপ ব্যবহার কি ভণ্ডামি নহে?"

"আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্র কি আপনি ভণ্ডামি বলিয়া মনে করেন?"

"অধিকাংশই ভণ্ডামি।"

"ইহার মূলে কি কিছুই সত্য নাই ?"

"কথঞ্চিৎ সত্যের কণিকা থাকিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান জ্যোতির্বিদেরা সমুদয়ই ভণ্ড, এবং কপটাচারী।"

"জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন যে ইংরেজরাজত্ব এবার নিশ্চয়ই বিলোপ হইবে।"

"এ সকল ভণ্ড জ্যোতির্ব্বিদের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। একজন ইংরেজ এদেশে জীবিত থাকিলেও ইংরেজ-রাজত্ব বিলোপ হইবে না।"

সন্ন্যাসীর এই কথা শুনিয়াই তাঁহার প্রতি হলকারের একটু শ্রদ্ধা হইল। কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন—"আপনি কি মনে করেন যে ইংরেজেরা রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন ?"

"আমি নিশ্চয় বলিতেছি ইংরেজদিগকে কেহই পরাভব করিতে পারিবে না।"

"ইংরেজদিগের এমন কি অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, তাহাদিগকে কেহই পরাভব করিতে পারিবে না ?"

"অত্যাশ্চর্য্য শক্তি না থাকিলে কি আর সাত সমুদ্র পার হইয়া এত দিন এদেশে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইতেন ?"

"অস্ত্রবলে বিগত একশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। কিন্তু অস্ত্রবলে কি চিরকাল কেহ রাজত্ব করিতে পারে ? স্থতরাং তাঁহাদের রাজত্ব যায় যায় হইয়াছে।"

"মহাশয়, অস্ত্রবলে ইংরেজেরা কখনও এদেশে রাজ্যলাভ করিতে সমর্থ হইতেন না।"

এই বলিয়াই যোগিরাজ ঝুলি হইতে এক খানি বাইবেল ধরিয়া বলিলেন —"এই মহাস্ত্রের বলেই ইংরেজেরা রাজ্যলাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াই তাঁহারা এখন বিপদে পড়িয়াছেন। আবার এই অস্ত্রবলে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেই তাঁহাদিগের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হইবে।"

ছদ্মবেশী মহারাজ তুকাজী হলকার যোগিরাজকে বাইবেলের এত প্রশংসা করিতে দেখিয়া এখন ভাবিতে লাগিলেন যে, এ ব্যক্তি হয় ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মান্দ্রাজি লোক হইবেন। সম্প্রতি বিদ্রোহিদিগের ভয়ে সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন "মহাশয় আপনার কোন ভয় নাই। বিদ্রোহিগণ এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে। দেশীয় শত শত খৃষ্টান এবং ইউরেশিয়ানকেও মহারাজ আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন।

যদি প্রাণের ভয়ে আপনার মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তবে বলুন আমি আপনার প্রাণরক্ষার উপায় করিয়া দিব।"

যোগিরাজ বলিলেন—"আমি খৃষ্টীয়-ধর্ম্মাবলম্বী লোক নহি। আর বিদ্রোহিদিগকেও আমি ভয় করি না। মহারাজ হলকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় এখানে আসিয়াছি। যদি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা না হয়, দুই চারি দিন পরে চলিয়া যাইব।"

হলকার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, লোকটীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে হয় ত কোন নূতন সংবাদ ইহার মুখে শুনিতে পাইব। অতএব ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন—"মহাশয় আমার পিতাকে বলিয়া আগামী কল্য নয় ঘটিকার সময় মহারাজের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের সুবিধা করিয়া দিব। আপনি বেলা নয়টার সময় এই স্থানে অপেক্ষা করিবেন। রাজার জনৈক ভৃত্য আসিয়া আপনাকে প্রাসাদে লইয়া যাইবে।

যোগিরাজ ছদ্মবেশী হলকারের কথা শুনিয়া মনে মনে বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে, সদিচ্ছা ঈশ্বর নিজেই এক প্রকারে না এক প্রকারে পূর্ণ করেন। ইহার পর ছদ্মবেশী হলকারও গৃহে প্রস্থান করিলেন। যোগিরাজ বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়া বেলা নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা নয় ঘটিকার সময় রাজবাটী হইতে একজন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে মহারাজ হলকারের নিকট লইয়া গেল। হলকারের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি একেবারে আশ্চর্য্য হইলেন। গতরাত্রে যাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়াছেন, এখন দেখিলেন যে তিনিই মহারাজ তুকাজিরাও হলকার।

ষড়বিংশতিতম অধ্যায়।

সন্দেহ ভঞ্জন।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় হলকারের দরবারে কাশীনাথরাও হলকার, উমেদসিংহ, দেওয়ান রামচন্দ্ররাও ভাও এবং বকসী খোমানসিংহ এই চারি জন প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ইহারা চারি জনই বিশেষ কার্য্যদক্ষ এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। সুতরাং ইংরেজরেসিডেণ্ট ডুরাণ্ড সাহেব হলকারের প্রতি

যারপরনাই অন্যায়াচরণ করিলেও হলকারের বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগ প্রদান করিবার সম্ভব ছিল না। সিপাহীবিদ্রোহের দীর্ঘকাল পরেও ডুরাণ্ড সাহেব এবং তাহার সহকারী ফেদারহেড (Feather head) হলকারের দুর্ণাম প্রচার করিতে ক্রটী করেন নাই। কিন্তু হলকারের এই অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইল। * * * *

* * * * *

যোগিরাজের সঙ্গে পূর্ব্ব রাত্রে হলকার ছদ্মবেশে কথাবার্ত্তা বলিবার সময় তাঁহার ধর্ম্মভাব পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল বিশেষরূপে দেখিতে পান নাই। এখন তাঁহার মুখ-জ্যোতিঃ দর্শনমাত্র হলকারের মন মোহিত হইল। যোগিরাজের প্রতি তাঁহার মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। যোগিরাজ হলকারের নির্জ্জন-গৃহে প্রবেশ করিলে পর, রাজা তাঁহাকে তাঁহার অভিপ্রেত বিষয় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

যোগিরাজ আপন অভিপ্রেত বিষয় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে বিষয়ান্তরের উল্লেখ করিয়া হলকারের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন যে,অন্যান্য বিষয়ে বাক্যালাপ করিলেই হলকারের বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন; বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইলে পর, উচিত বোধ করিলে অভিপ্রেত বিষয় তাঁহার নিকট বলিবেন। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি হলকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ, আপনি নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রীকে চেনেন? আপনাদের মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় উদারপ্রকৃতির লোক—আমি আর কোথাও দেখি নাই।"

"ত্র্যম্বক শাস্ত্রীর (Trimbuck Sastri) নাম মেজর ম্যাল্কমের নিকট শুনিয়াছি। তাঁহাকে আমি কখনও দেখি নাই।"

"ত্র্যম্বক শাস্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন?"

"তাঁহার নিকটই মহারাষ্ট্রীয়দিগের আচার, ব্যবহার, স্বভাব প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি।"

"আপনি কি মহারাট্টা নহেন?"

"না,—আমি বাঙ্গালী।"

"আপনার কথা শুনিলে আপনাকে মহারাট্টা বলিয়া বোধ হয়।"

"দীর্ঘকালযাবৎ মহারাষ্ট্রীয় প্রদেশে বাস করিতেছি, তাহাতেই এ প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়াছি।"

"এ প্রদেশের কোন্ স্থানে আপনি বাস করেন?"

"ঝান্সীতে নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর গৃহেই অনেক দিন বাস করিয়াছি।"

"নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রী কি ঝান্সীতে আছেন।"

"না,—তিনি তান্তিয়াতোপীর অনুরোধে বিঠুরে অবস্থান করিতেছেন।"

তান্তিয়াতোপী এবং বিঠুরের নাম শ্রবণে হলকার এখন মনে করিতে লাগিলেন যে, হয় ত এব্যক্তি নানার গুপ্তচর হইবেন। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন—"নানাসাহেব ত পেশোয়া হইয়াছেন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মহারাষ্ট্রীয় রাজগণ কি তাঁহাকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন?"

হলকারের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যোগিরাজ বলিলেন—"নানা সাহেবের অনুচিত উচ্চাভিলাষ তাঁহার নিজের মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করিতেছে। নানা সাহেব কখনও ইংরেজদিগকে পরাভব করিতে পারিবেন না। শুদ্ধ কেবল নিজের প্রাণ হারাইবেন।"

হলকার আবার কৃত্রিমভাব অবলম্বনপূর্ব্বক বলিলেন—"নানা সাহেব কি অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া ঈদৃশ কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন? আর তাঁহার উচ্চাভিলাষের জন্যই বা আপনি তাঁহাকে নিন্দা করিতেছেন কেন? যাঁহার উচ্চ লক্ষ্য নাই—উচ্চাভিলাষ নাই—তিনি কখনও এ সংসারে উচ্চপদ লাভ করিতে পারেন না।"

হলকার যে কৃত্রিম ভাবাবলম্বন পূর্ব্বক এই সকল কথা বলিতেছেন তাহা যোগিরাজ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং এখন তাঁহার বিশ্বাস হইল যে হলকার অন্যান্য রাজার ন্যায় একেবারে নির্ব্বোধ নহেন। হলকারের এই শেষোক্ত কথার প্রত্যুত্তরে যোগিরাজ বলিলেন—"মহারাজ, নানাসাহেবের অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিবার শক্তি একেবারেই নাই। তিনি শুদ্ধ কেবল ভণ্ড জ্যোতির্ব্বিদের কথা বিশ্বাস করিয়া এবং আজিমউল্লার উত্তেজনায় ঈদৃশ কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আমি নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর মুখেই শুনিয়াছি যে, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং কোষ্ঠির লিখিত ফলাফল সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বড় কুসংস্কার রহিয়াছে। কানপুরে অবস্থানকালে আবার শুনিলাম ভণ্ড জ্যোতির্ব্বিদগণ আপনাকেও ঈদৃশ কুপথে পরিচালন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সকল জ্যোতির্ব্বিদের ভণ্ডামি আপনার নিকট প্রকাশ করিবার নিমিত্তই আমি এখানে আসিয়াছি। আপনি কখনও এই সকল জ্যোতির্ব্বিদের কথা

বিশ্বাস করিবেন না। ইহাদিগের কথা বিশ্বাস করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই রাজ্যচ্যুত হইবেন। এদেশপ্রচলিত বিবিধ কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদনার্থ পরমেশ্বর ইংরেজদিগের হস্তে এদেশ সমর্পণ করিয়াছেন। দেশের কুসংস্কার নিরাকৃত না হইলে ইংরেজদিগকে কেহই এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না। কিন্তু দেশপ্রচলিত কুসংস্কার এবং উপধর্ম্ম সমূলে উৎপাটিত হইলে, ইংরেজেরা কখনও এদেশে রাজত্ব করিতে পারিবেন না। তখন আর তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে না। সময় উপস্থিত হইলে নির্ব্বিবাদে ইহাদিগকে এই দেশ পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

হলকার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"নির্ব্বিবাদে তাঁহারা কখনও এ দেশ পরিত্যাগ করিবেন না।"

"সময় উপস্থিত হইলে অবস্থানুসারে নির্ব্বিবাদেই তাঁহাদিগকে দেশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তখন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিবাদ কলহ দ্বারা কোন উপকার হইবে না। কিন্তু বর্ত্তমান বিদ্রোহোপলক্ষে তাঁহাদিগের রাজ্যবিনাশের কিঞ্চিন্মাত্রও সম্ভব দেখা যায় না। সুতরাং আপনি ভ্রমে পড়িয়া কখনও বিদ্রোহীদিগের পক্ষাবলম্বন করিবেন না। বিদ্রোহীদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেই বিপদগ্রস্ত হইবেন।"

"বিদ্রোহীদিগের পক্ষাবলম্বন করিবার ইচ্ছা কখনও আমার মনে উদয় হয় নাই। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া এই প্রদেশবাসী ইংরেজদিগেরপ্রাণরক্ষা করিয়াছি। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! ইংরেজেরা আমাকে বিপক্ষ মনে করিয়া আমার রাজ্যমধ্যে ঘোর অন্যায়াচরণ আরম্ভ করিয়াছেন।"

"স্বার্থপরতাসম্ভূত ঈদৃশ অবিশ্বাস এবং অন্ধতাই চরমে ইংরেজ-রাজত্বের বিনাশের মূল কারণ হইবে। ইহারা কে শত্রু, কে মিত্র কিছুই অবধারণ করিতে পারেন না।"

যোগিরাজের এই শেষোক্ত বাক্যাবসানে হলকার বলিলেন—"আমি এখন অনন্যোপায় হইয়া পড়িয়াছি। যদি একান্তই ইংরেজেরা আমাকে শত্রু মনে করিয়া আমার অনিষ্টাচরণ করেন, তবে অগত্যা শেষে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার্থ ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে।"

যোগিরাজ বলিলেন—"আপনার সম্বন্ধে ইংরেজদিগের ভ্রম সত্বরই দূর হইবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

এই বলিয়া যোগিরাজ হলকারের নিকট হইতে বিদায় হইয়া তৎক্ষণাৎ

মাহু (Mhow) নগরে গমন করিলেন। সেখানে কোর্ট মার্শেল (Court Martial) স্থাপিত হইয়াছে। কাপ্তান হাঙ্গারফোর্ড এবং মেজর মার্ডষ্টোন (Murdstone) কোর্ট মার্শেলের বিচারপতি। ইংরেজসৈন্যগণ এক এক জন লোককে ধৃত করিয়া আনেন, আর তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। যোগিরাজ নগরে প্রবেশ করিবামাত্র কয়েক জন ইংরেজসৈন্য তাঁহাকে ধৃত করিয়া হাঙ্গারফোর্ড সাহেবের নিকট উপস্থিত করিলেন। সাহেব যোগিরাজকে কোন্ কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। যোগিরাজ তখন একেবারে অনন্যোপায় হইয়া পড়িলেন। এদিকে ইংরেজসৈন্যগণ তাঁহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে বধ্যস্থানে লইয়া চলিল। তিনি তখন বিশেষ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রকাশপূর্ব্বক সার হেন্‌রী লরেন্সের স্বহস্তলিখিত কাগজ খানি কাপ্তান হাঙ্গারফোর্ড সাহেবের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"See what is written on it—দেখ ইহাতে কি লিখিত আছে।"

হাঙ্গারফোর্ড সাহেব কাগজ খানি পাঠ করিয়া দেখেন যে, তাহাতে সার হেন্‌রী লরেন্সের স্বহস্তে লিখিত রহিয়াছে—"আনন্দাশ্রমস্বামী ইংরেজদিগের পরম বন্ধু।"

কাগজ খানি পাঠ করিয়াই কাপ্তান হাঙ্গারফোর্ড সৈন্যগণকে যোগিরাজকে লইয়া আবার তাঁহার নিকটে আসিতে হস্তদ্বারা ইসারা করিলেন। যোগিরাজ সৈন্যগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সাহেবটীর নাম কি?" তাহারা বলিল—"কাপ্তান হাঙ্গারফোর্ড।"

কাপ্তান হাঙ্গারফোর্ডের আচরণদৃষ্টে যোগিরাজ যারপরনাই কোপাবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি তাঁহার নিজের মৃত্যুর জন্য কিছুই ভয় করেন না। কিন্তু মাহু নগরে ইহারা যে এই প্রকার শত শত লোকের প্রাণবধ করিতেছে এই চিন্তা তাঁহার কোপানল শত গুণে উত্তেজিত করিল। তিনি কাপ্তান হাঙ্গারফোর্ডের নিকট পুনর্ব্বার আনীত হইবামাত্র সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন—"Captain Hungerford, though extreme *hunger* has driven you from your native land and brought you here, please do not behave like a hungry wolf.—"কাপ্তান হাঙ্গারফোর্ড, অত্যধিক ক্ষুধা আপনাকে আপনার স্বদেশ হইতে এদেশে আনিয়া থাকিলেও একেবারে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় আচরণ করিবেন না।" কাপ্তান হাঙ্গারফোর্ড যোগিরাজের সুদৃঢ় মুখাকৃতি দর্শনে একটু ভীত হইলেন। হাঙ্গারফোর্ডসদৃশ ইংরেজদিগের অন্তরে কখনও বীর-

ত্বের সঞ্চার হইবার সম্ভব নাই। ইহারা একটু আঁটা আঁটি দেখিলেই ভীরুতা প্রকাশ করেন। সুতরাং হাঙ্গারফোর্ড এখন কতকটা ভদ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক যোগিরাজের সঙ্গে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যোগিরাজ প্রথমতঃ তাঁহার নিকট লক্ষ্ণৌর সমুদয় বিবরণ বিবৃত করিলেন। পরে হলকারের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইলে যোগিরাজ বলিলেন—"You have done great injustice to Holkar" "আপনারা হলকারের প্রতি ঘোর অন্যায়াচরণ করিয়াছেন।'"

অনেক কথাবার্ত্তার পর হাঙ্গারফোর্ডের বিশ্বাস হইল যে,হলকার ইংরেজদিগের শত্রু নহেন। সুতরাং হলকারের রাজ্যমধ্যে ইহার পর আর কোন উপদ্রব করিলেন না। এই ঘটনার পর হাঙ্গারফোর্ড সাহেব হলকারকে বন্ধু বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। হলকারের রাজ্যমধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইল। অধিকাংশ ইংরেজই ক্রমে হলকারের সদাচরণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু ডুরাণ্ড সাহেব হলকারকে বিদ্রোহী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

হলকারের রাজ্যে শান্তি সংস্থাপনের অব্যবহিত পরেই যোগিরাজ ঝান্সী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

সৎপরামর্শদাতা।

ঝান্সী হত্যাকাণ্ডের পর, মাসাধিক অতিবাহিত হইল। এখন পর্য্যন্তও ইংরেজেরা ঝান্সীর পুনরুদ্ধারার্থ সৈন্য প্রেরণ করেন নাই। ইংরেজদিগের আর সৈন্য কোথায়, যে তাঁহারা সৈন্য প্রেরণ করিবেন; অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং বেহারের ভিন্ন ভিন্ন জেলার লোক বিদ্রোহী হইয়াছে। ইংরেজদিগের সমুদয় সৈন্য বণ্টন করিয়া ইহারপ্রত্যেক জিলায় কিছু কিছু প্রেরণ করিলে এক একশত সেনাও এক এক স্থানে প্রেরণ করিবার সাধ্য হয় না। সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশের লোক বিদ্রোহী হয় নাই বলিয়াই ইংরেজদিগের মস্তক রাখিবার স্থান রহিয়াছে। বঙ্গদেশের লোক বিদ্রোহী হইলে ইংরেজদিগকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইত।

ইংরেজেরা এখন কেবল দিল্লী, লক্ষ্ণৌ এবং কানপুর পুনরুদ্ধার করিবার

জন্যই বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অনতিবিলম্বে দিল্লী পুনরুদ্ধার না করিলে দিল্লীর নিকটস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিবেন। তাঁহারা বিদ্রোহী হইলে আর রাজ্যরক্ষার উপায় থাকিবে না।

“পঞ্জাবের চিফ কমিসনার জন্ লরেন্স, লর্ড ক্যানিংকে এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি জেনেরল এন্সনকে দিল্লীর পুনরুদ্ধারার্থ বারম্বার পত্র লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু জেনেরল এন্সন অত্যল্পসংখ্যক সৈন্যসহ দিল্লীতে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না; সুতরাং তিনি লরেন্সের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। তখন জন্ লরেন্স অগত্যা জেনেরল এন্সনকে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রত্যেক পত্রেই জেনেরল এন্সনকে লিখিতে লাগিলেন—“আপনি ইংরেজ-অধিকৃত ভারতের ইতিহাস কি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন? লর্ড ক্লাইব—তিনশত সৈন্যসহ পলাশীর রণক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলে কি আমরা ভারতে কখনও রাজ্যস্থাপন করিতে পারিতাম? ইত্যাদি ইত্যাদি।”

জন্ লরেন্সের লেক্‌চারের (উপদেশের) যন্ত্রণায় জেনেরল এন্সন অনিচ্ছাপূর্ব্বক সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিল্লী পৌছিবার পূর্ব্বেই পথে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে মেজর জেনেরল বারনার্ডের হস্তে দিল্লী উদ্ধারের ভার প্রদত্ত হইল। কিন্তু তিনি এখন পর্য্যন্ত দিল্লী অধিকার করিতে পারেন নাই। এদিকে লক্ষ্ণৌ হইতে “সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ কর” বলিয়া অবিশ্রান্ত চীৎকার হইলে লাগিল। কিন্তু সৈন্যসংখ্যার ন্যূনতাপ্রযুক্ত কোন স্থানেই সৈন্য প্রেরণের সুবিধা হইল না। মান্দ্রাজের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সার্ পেট্রিক গ্রাণ্ট ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। ব্রিগেডিয়ারজেনেরল নীল (Brigadier—General Neil) ইতিপূর্ব্বে কানপুরের ইংরেজদিগের সাহায্যার্থে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছেন, কিন্তু স্থানান্তরের বিদ্রোহনিবারণার্থ তিনি যথাসময়ে কানপুর পৌছিতে পারেন নাই। সুতরাং জেনেরল হ্যাবলক কানপুরে প্রেরিত হইলেন। ঝান্সীতে সৈন্যপ্রেরণের প্রস্তাবও এখন পর্য্যন্ত হয় নাই।

ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই সিংহাসন গ্রহণের অব্যবহিত পরেই ইংরেজসৈন্যের আক্রমণ আশঙ্কায় কাল্পীতে কতক সৈন্য সংস্থাপন করিলেন। কিন্তু মাসাধিক অতিবাহিত হইল। ইংরেজেরা ঝান্সীতে আর সৈন্য প্রেরণ করিলেন না; সুতরাং কাল্পীর সৈন্য ঝান্সীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাণীর সৈন্যসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি

হইতে লাগিল। ঝান্সীতে সম্পূর্ণরূপে শান্তি সংস্থাপিত হইল। রাণী আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, বিদ্রোহের সময় অরাজকতানিবন্ধন হয় ত প্রজাগণ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিবে এবং পরস্পর পরস্পরের অর্থসম্পত্তি হরণ করিবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সমুদয় প্রজার এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে। সকলেই রাণীর সিংহাসন রক্ষার জন্য যত্নবান। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ কলহ এবং শত্রুতার চিহ্নও পরিলক্ষিত হইল না। ঝান্সী একপ্রকার রামরাজ্য হইয়া পড়িল।

জুলাই মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। রাণীর সিংহাসন গ্রহণের পর, তিনি এবং তাঁহার সপত্নী গঙ্গাবাই প্রত্যহই প্রাতে এবং অপরাহ্নে ঝান্সীর দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ করেন। নগরের নিম্নশ্রেণীস্থ স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাগণ পর্য্যন্ত বিশেষ হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে দুর্গের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দিবারাত্র বিনা বেতনে দুর্গের ভগ্নস্থান সকল সংস্কার করিতেছে।

ভিন্ন দেশীয় কিম্বা অপরিচিত লোকের এখন আর সহসা নগরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। রাণীর আদেশানুসারে নগরদ্বারের সিপাহীগণ নগর মধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেয় না।

জুলাই মাসের শেষভাগে একদিন অপরাহ্নে রাণী লক্ষ্মীবাই এবং গঙ্গাবাই দুর্গ পর্য্যবেক্ষণান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। লক্ষ্মীবাই বলিলেন—"আর কতদিন এইভাবে ইংরেজদিগের অপেক্ষা করিয়া থাকিব। বর্ত্তমান অবস্থা আমার অত্যন্ত কষ্টপ্রদ হইয়া পড়িয়াছে।"

গঙ্গাবাই বলিলেন—"এইপ্রকার কর্ম্মহীন জীবন যদি তোমার কষ্টপ্রদ বলিয়া বোধ হয়, তবে সসৈন্যে কানপুর যাইয়া ইংরেজদিগকে আক্রমণ কর। কানপুরে ইংরেজেরা দোষী নির্দ্দোষী সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণবধ করিতেছে।

লক্ষ্মীবাই সপত্নীর কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ঝান্সী পরিত্যাগপূর্ব্বক সসৈন্যে কানপুর চলিয়া গেলে বম্বে হইতে ইংরেজসৈন্য এখানে আসিয়া ঝান্সীর সমুদয় প্রজার প্রাণবিনাশ করিতে পারে।"

"এখানে যে বম্বে হইতে সৈন্য প্রেরিত হইবে, তাহা ত তোমাকে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মহারাজ হলকার ইংরেজদিগের পক্ষাবলম্বন করিলে ঝান্সীতে নিশ্চয়ই বম্বে হইতে সৈন্য প্রেরিত হইবে।"

"হলকার যে ইংরেজদিগের পক্ষাবলম্বন করিবেন, তাহার অনুমাত্রও সন্দেহ

নাই। হলকার ইংরেজদিগের ক্রীত গোলাম। কিন্তু আমি বুঝিতে পারি না—কেন যে এই মহারাষ্ট্রীয় রাজগণ—মহারাষ্ট্রীয় কুলাঙ্গার—ইংরেজদিগের গোলাম হইয়া পড়েন।”

“অবস্থানুসারে তাঁহাদিগকে ইংরেজদিগের গোলাম হইতে হয়।”

“অবস্থাটা কি?—ইঁহারা এক একজন এক একটা প্রদেশের রাজা। ইঁহাদিগের মধ্যে একটু পুরুষত্ব থাকিলে ইঁহারা কখনও ইংরেজদিগের গোলাম হইয়া পড়িতেন না।”

“তোমার প্রাণেশ্বর ইংরেজদিগের গোলাম হইয়া পড়িয়াছিলেন কেন?”

“অন্যান্য রাজার কাপুরুষতার কথা উত্থাপিত হইলেই তুমি স্বর্গীয় মহারাজের নিন্দা করিতে আরম্ভ কর। স্বামীনিন্দা আমার বড় অসহনীয় হইয়া পড়ে। স্বামী ভাল হউন, আর মন্দই হউন, তিনি আমাদের আরাধ্য দেবতা ছিলেন।”

“তোমার আরাধ্য দেবতা হইতে পারেন—আমার নহে। মহারাজকে যদি আরাধ্য দেবতা বলিয়া মনে কর, তবে অনর্থক সিন্ধিয়া, হলকার প্রভৃতি অন্যান্য রাজাকে কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা কর কেন? মহারাজ যে কারণে কাপুরুষ হইয়াছিলেন, সিন্ধিয়া এবং হলকারকেও সেই কারণেই কাপুরুষ হইতে হইয়াছে।”

“কি কারণে ইঁহারা কাপুরুষ হইয়া পড়েন?”

“যে কারণে ইঁহারা কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছেন—তাহা ত তুমি নিজেই সে দিন বলিয়াছ।”

“না,—আমি ত কিছু বলি নাই।”

“তুমি কিছু বল নাই—“এ দেশের রাজগণ ইন্দ্রিয়াসক্ত পিশাচ—তাঁহাদিগের মন্ত্রীগণ চোর—তাঁহাদিগের সৈন্যগণ কাপুরুষ—” এ কথা কে বলিয়াছিল?”

“এ কথা আমি বলিয়াছি। কিন্তু কেন যে ইঁহারা কাপুরুষ হইয়া পড়েন, তাহার কারণ আমি কিছুই দেখিতে পাই না।”

“ইন্দ্রিয়াসক্ত পিশাচ হইলেই তাহাকে কাপুরুষ হইতে হয়—চোর হইলেই তাহাকে কাপুরুষ হইতে হয়। এ দেশের রাজগণ যদি রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন,—শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় প্রজারঞ্জনব্রত অবলম্বন করিতেন;—তবে আর তাঁহাদিগকে কাপুরুষ হইতে হইত না;—তবে আর তাঁহাদিগকে ইংরেজদিগের গোলাম হইতে হয় না। এদেশের রাজগণ ইন্দ্রিয়াসক্ত পিশাচ বলিয়াই

তাঁহারা প্রায় সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন না। শুদ্ধ কেবল ইংরেজদিগের নিয়োজিত সৈন্য বলে আপন আপন পদ প্রভুত্ব রক্ষা করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে ইংরেজদিগের গোলাম হইয়া থাকিতে হয়। প্রজাগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্তোষচিত্তে যাহাকে সিংহাসন প্রদান করে, তিনিই প্রকৃত রাজা। আর বাহুবলে যাঁহারা রাজত্ব করিতেছেন তাঁহারা রাজা নহেন, তাঁহারা এক প্রকার দস্যু। এই ঝান্সীর প্রজাগণ সকলেই তোমার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধিয়া কিম্বা হলকারের জন্য তাঁহাদিগের আপন আপন প্রজাগণ কি প্রাণবিসর্জ্জন করিবে? কিম্বা মহারাজ জীবিত থাকিলে কি মহারাজের জন্য ঝান্সীর কোন প্রজা প্রাণবিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইত? মহারাজ জীবিত থাকিলে হয় ত আমার পিতাই মহারাজকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেন।"

গঙ্গাবাইর কথা বলিবার-সময় লক্ষ্মীবাই স্থিরচিত্তে বিশেষ একাগ্রতা-সহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। গঙ্গাবাইর বাক্যাবসানে তিনি বলিলেন—"আমার প্রজাদিগের বিষয় চিন্তা করিলেই আমার বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়। এই ত কানপুর হইতে যে সকল সিপাহী পলায়নপূর্ব্বক এখানে আসিয়াছে, তাহারা বলিতেছে যে, ইংরেজেরা কানপুরের এক এক গ্রাম জনশূন্য করিতেছেন। আমি যুদ্ধে পরাজিত হইলে আমার প্রজাগণেরও এই দশাই হইবে!

"গঙ্গাবাই বলিলেন,—এখন একজন সৎপরামর্শদাতা পাইলে বড় উপকার হইত। আমরা স্ত্রীলোক, ইংরেজদিগের গতিবিধি, স্বভাবপ্রকৃতি কিছুই জানি না। কি মনে করিয়া যে ইংরেজেরা ঝান্সীতে সৈন্য প্রেরণ করেন না, তাহাও বুঝিতে পারি না।"

"সৎপরামর্শদাতা কোথায় পাইব। এখানে আহম্মদহোসেন প্রভৃতি সকলেই আপন আপন স্বার্থলাভ করিবার চেষ্টা করেন। এক যোগিরাজই কেবল নিঃস্বার্থ সৎপরামর্শদাতা ছিলেন। কিন্তু এখন যে তিনি কোথায় আছেন, জীবিত আছেন কি না, তাহাও জানি না।"

যোগিরাজের নাম শুনিলেই গঙ্গাবাইর অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে থাকে। তিনি শত চেষ্টা করিয়াও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন না। কিন্তু এইরূপ অশ্রু বিসর্জ্জিত হয় বলিয়া তিনি একটু লজ্জিত হইয়া পড়েন। লক্ষ্মীবাই অত্যন্ত প্রখরা হইলেও সপত্নীর হৃদয়ের ভাব সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন না। গঙ্গাবাই অতি কষ্টে মনের ভাব সঙ্গোপনপূর্ব্বক বলিলেন—"যোগিরাজ এখন

আমার পিতার অন্বেষণ করিতেছেন। দুই তিন দিন পূর্ব্বে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, যোগিরাজ বাবাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়াছেন।”

গঙ্গাবাইর কথা সমাপ্ত হইবামাত্র একজন পরিচারিকা রাণীর নিকট আসিয়া বলিল যে একজন সিপাহী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহে; সে দেওয়ানখানায় বসিয়া রহিয়াছে।

রাণী লক্ষ্মীবাই বৈঠকখানায় আসিবামাত্র সিপাহী বলিল—“মা, একজন সন্ন্যাসী নগর দ্বারে আসিয়া নগরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, আমরা তাঁহাকে ইংরেজদিগের গুপ্তচর মনে করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু সে এখন বলিতেছে যে, সে আপনার পরিচিত লোক। তাঁহার নাম আনন্দাশ্রম স্বামী। ইহার সম্বন্ধে আপনার হুকুমের প্রতীক্ষা করিতেছি।”

“আনন্দাশ্রম স্বামী” নাম শ্রবণমাত্র রাণী যারপরনাই হর্ষিত হইয়া সিপাহীকে বলিলেন—“অতি যত্নসহকারে এখনই স্বামী ঠাকুরকে এখানে লইয়া আইস।” সিপাহীকে এই প্রকার আদেশ প্রদানন্তর তিনি দ্রুতপদসঞ্চারে স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক,অত্যন্ত প্রীতিপ্রফুল্লমুখে গঙ্গাবাইকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন “যোগিরাজ আসিয়াছেন—যোগিরাজ আসিয়াছেন—এখন আর সৎপরামর্শ-দাতার অভাব হইবে না।”

“যোগিরাজ আসিয়াছেন”—এই কথা শ্রবণে গঙ্গাবাইর হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ বিষাদ ইত্যাদি বিবিধ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তিনি আত্মবিস্মৃতের ন্যায় ধীরে ধীরে গবাক্ষের নিকট যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

ইহার প্রায় এক ঘটিকা পরে পূর্ব্বোক্ত সিপাহী যোগিরাজকে সঙ্গে করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল। রাণী লক্ষ্মীবাই স্বয়ং গৃহদ্বারে যাইয়া, যোগিরাজকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তিনি পথ পর্য্যটনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন দেখিয়া রাণী তাঁহার সঙ্গে এখন আর অধিক বাক্যালাপ করিলেন না। দুই চারি কথার পর, তিনি তাঁহার অবস্থানার্থ স্বতন্ত্র গৃহ এবং তাঁহার পরিচর্য্যার্থ দুই চারিজন ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টবিংশতিতম অধ্যায়।

মন্ত্রণা।

পরদিন প্রাতে রাণী লক্ষ্মীবাই, এবং গঙ্গাবাই যোগিরাজকে সঙ্গে করিয়া দুর্গ পরিদর্শন করিতে চলিলেন। লক্ষ্মীবাই বিগত দুই মাস হইতে দুর্গ রক্ষার্থ যে আয়োজন করিয়াছেন, অস্ত্রশস্ত্র যেরূপে দুর্গের স্থানে স্থানে সংস্থাপন করিয়াছেন, তৎসমুদয় একে একে যোগিরাজকে দেখাইতে লাগিলেন। যোগিরাজের রণকৌশলে কিঞ্চিন্মাত্রও পারদর্শিতা নাই। সুতরাং তিনি কোন বিষয়ে মতামত প্রদান না করিয়া, একে একে সমুদয়ই দেখিলেন। দুর্গপরিদর্শনে প্রায় অনূ্যন দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। দুই ঘণ্টা পরে দুর্গপরিদর্শনান্তে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক যোগিরাজ স্নান এবং আহারার্থ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আবাসে গমন করিলেন। রাণীদ্বয় আপন আপন প্রকোষ্ঠে চলিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই লক্ষ্মীবাই গঙ্গাবাইর নিকট বলিলেন—"যোগিরাজকে এবার এত বিষণ্ন দেখা যায় কেন? তাঁহার মুখে একটীও কথা নাই। তাঁহার চিরপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল বিমর্ষের ছায়ায় সমাবৃত হইয়া রহিয়াছে।"

গঙ্গাবাই বলিলেন—"বোধ হয় তাঁহার পথপর্য্যটনের ক্লান্তি এখনও দূর হয় নাই।"

"এইরূপ বিমর্ষাবস্থা কি শারীরিক ক্লান্তিনিবন্ধন হইয়াছে? কখনও না। ঘোর মানসিক কষ্ট ভিন্ন মানুষের ঈদৃশ অবস্থা কখন হয় না।"

গঙ্গাবাই লক্ষ্মীবাইর এই শেষোক্ত কথায় আর কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। আহারান্তে লক্ষ্মীবাই যোগিরাজকে তাঁহার নিকট আনয়নার্থ এক জন পরিচারিকাকে প্রেরণ করিলেন। যোগিরাজ পরিচারিকার সঙ্গে রাণীদ্বয়ের মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিলে পর, ইঁহাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান বিদ্রোহসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। যেরূপে ঝান্সীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, এবং যে সকল কারণে রাণী লক্ষ্মীবাই বিদ্রোহীদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, তাহা যোগিরাজ এ পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই। সুতরাং বর্ত্তমান বিদ্রোহেরকথা আরম্ভ হইবামাত্র যোগিরাজ রাণী লক্ষ্মীবাইকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"মা, আমি পূর্ব্বে কখনও মনে করিনাই যে, আপনি জীবিত থাকিতে এই ঝান্সীনগর নিরপরাধা নারীদিগের এবং নির্দ্দোষী বালকবালিকাগণের শোণিতসিক্ত এবং কলঙ্কিত হইবে। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ এবং

পরিচয় হইবার পর, আমি সর্ব্বদাই আপনাকে ভারতের অদ্বিতীয়া রমণী বলিয়া মনে করি। আপনার বীরত্ব, সহৃদয়তা, এবং পবিত্রভাব দর্শনে আমি মোহিত হইয়াছি। আপনার বাসস্থান আমার পরমপবিত্র তীর্থ বলিয়া মনে হয়। ঝান্সী আর পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইত না। শুদ্ধ কেবল বিশেষ কর্ত্তব্যানুরোধে বিগত তিন বৎসর ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ পর্য্যটন করিয়াছি। কিন্তু আপনার বর্ত্তমান আচরণদর্শনে আমার হৃদয় যারপরনাই ব্যথিত হইয়াছে। আপনার ন্যায় মহানুভবা রমণী যদি রাজ্যলোভে নারীহত্যার প্রশ্রয় প্রদান করিতে পারেন, তবে এ সংসারের ধর্ম্ম, পবিত্রতা, সহৃদয়তা সকলই বৃথা, সকলই চঞ্চল এবং বিচলসম্পন্ন। অবস্থাবিশেষে কখনও কখনও মানবজীবনে দেবভাব পরিলক্ষিত হয়; আবার অবস্থান্তর হইলেই সেই দেবপ্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষ রাক্ষসরূপ ধারণ করে। বর্ত্তমান বিদ্রোহসম্বন্ধে আমার নিকট আপনি অনর্থক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমি ইহার কোন পরামর্শ প্রদান করিতে পারিব না।"

যোগিরাজের ঈদৃশ তিরস্কারবাক্য শ্রবণে রাণী লক্ষ্মীবাই ঝান্সীবিদ্রোহের আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন। ঝান্সীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে রাণী লক্ষ্মীবাইর যে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশ্রব ছিল না, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। যেরূপে ঝান্সীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়,—পরে যে সকল কারণে রাণীকে বিদ্রোহীদিগের পক্ষাবলম্বন করিতে হয়,—তৎসমুদয় এই উপন্যাসের প্রারম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এই স্থানে আর সে সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

যোগিরাজ রাণীর মুখে ঝান্সীবিদ্রোহের আমূল বিবরণ শ্রবণান্তে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

"মা, আপনি পরমেশ্বরের নিকট যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনা হইতে দুইটী জাতীয় অমঙ্গল সমুৎপন্ন হইবে। ঝান্সীর নারীহত্যা এবং শিশুহত্যার সঙ্গে যে আপনার সংশ্রব নাই, তাহা ইংরেজেরা কখনও বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহারা নিশ্চয়ই আপনার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিবেন; এবং চিরকাল আপনার পবিত্র নাম এই নারীহত্যার কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া রাখিবেন। আপনার মৃত্যু ভারতকে বীরাঙ্গনাশূন্য করিবে, আর আপনার অপকীর্ত্তি দ্বারা মহারাষ্ট্রীয় নাম কলঙ্কিত হইবে।"

যোগিরাজের বাক্যাবসানে রাণী লক্ষ্মীবাই বলিলেন—"পিতঃ, আমার

পরমায়ুঃ যে শেষ হইয়াছে, আসন্ন মৃত্যুকে যে আমার সত্বরই আলিঙ্গন করিতে হইবে, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। কিন্তু নারীহত্যার কলঙ্কে আমার নাম কলঙ্কিত হইবার সম্ভব নাই। ঝান্সীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যে, আমার কোন প্রকার সংশ্রব ছিল না, তাহা ঝান্সীবাসী সকলেই জানেন। আমার মৃত্যুর পর ইংরেজেরা আমার নাম অমূলক অপবাদ দ্বারা কলঙ্কিত করিলে, ভারতবর্ষের একজন লোকও কি আমার অযথোচিত কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টা করিবেন না? ঝান্সীর সমুদয় ইংরেজ নিহত হইলে পর, শুদ্ধ কেবল অরাজকতানিবারণার্থ আমি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ইংরেজেরা অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, প্রতিহিংসাপরতন্ত্র হইয়া সর্ব্বদাই তাহারা দোষী নির্দ্দোষী লোকের প্রাণবধ করে। শুনিয়াছি এই বিদ্রোহোপলক্ষেও নাকি কানপুরে তদ্রূপ আচরণ করিতেছে; সুতরাং অগত্যা বাধ্য হইয়া আমাকে আত্মরক্ষার্থ সৈন্যসংগ্রহ করিতে হইয়াছে। ইহাতে আমার কি অপরাধ হইয়াছে?"

"পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে আপনি কোন অপরাধ করেন নাই। কিন্তু ঝান্সীর ইংরেজগণ সিপাহীদিগের কর্ত্তৃক নিহত হইলে পর, আপনি রাজ্যভার গ্রহণ না করিয়া নিকটস্থ প্রদেশবাসী ইংরেজদিগকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিলেই ভাল হইত। তাহা হইলে আর আপনাকে ইংরেজদিগের কোপানলে পড়িতে হইত না।"

"ঝান্সীর ইংরেজগণ নিহত হইলে পর, ঝান্সীনগরের জনসাধারণ এবং সিপাহীগণ যেরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহা আপনি স্বচক্ষে দর্শন করিলে আর এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিতেন না। তখন নিকটস্থ প্রদেশের ইংরেজদিগকে সংবাদ প্রদান করিলে তাঁহারা কখনও ঝান্সীতে আসিতে সাহস করিতেন না। বিশেষতঃ, তখন আমি রাজ্যভারগ্রহণে বিলম্ব করিলে সিপাহীগণ আমাকে নিশ্চয়ই প্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, হয় বালাজি নানা বিশ্বনাথকে, না হয় বালাজি গোবিন্দরাওকে সিংহাসন প্রদান করিত। সুতরাং রাজ্যভার গ্রহণ না করিয়া তখন আর আমার নির্ব্বিঘ্নে প্রাসাদে অবস্থান করিবারও সাধ্য ছিল না।"

"আপনি তখন ঝান্সী পরিত্যাগ করিলেন না কেন? ঝান্সী পরিত্যাগপূর্ব্বক আগ্রা গমন করিলেই সকল দিক রক্ষা হইত। সেখানে যাইয়া ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন।"

যোগিরাজের মুখ হইতে এই শেষোক্ত কথা বিনির্গত হইবামাত্র রাণী লক্ষ্মীবাইর নয়নদ্বয় আরক্তিম হইল। সে আরক্ত লোচনদ্বয় হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। তিনি সক্রোধে বলিতে লাগিলেন—

"আপনি আমাকে এরূপ পরামর্শ প্রদান করেন? যে ইংরেজশূকর আমার প্রতি ঘোর অন্যায়াচরণ করিয়া আমার রাজ্য হরণ করিয়াছে,—আমার গাত্রাভরণ পর্য্যন্ত কাড়িয়া নিয়াছে,—আমি প্রাণের ভয়ে এখন তাহাদিগের শরণাগত হইব? অত্যাচারীর নিকট সাহায্যপ্রার্থনা? স্ত্রীলোক কি কখনও এতদূর নীচতা স্বীকার করিতে পারে? নারী কি কখনও একেবারে আপন পদমর্য্যাদা ভুলিতে পারে? আমি কি স্ত্রীলোক নহি? আমি কি নারী নহি? রাজ্য গিয়াছে বলিয়া আমাকে কি একেবারে আত্মসমাদর বিসর্জ্জন করিতে হইবে? এদেহে জীবন থাকিতে আমি কখনও আপন সপত্নীদিগকে সঙ্গে করিয়া অত্যাচারীর দ্বারে সাহায্যের প্রার্থিনী হইতে পারিব না। মহারাষ্ট্রীয় কুলকামিনী এতদূর নীচতা স্বীকার করিতে পারে না। সম্পূর্ণরূপে আত্মসমাদর বিবর্জ্জিত না হইলে নারী কখনও আপন অত্যাচারীর নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করিতে পারে না। এ বিদ্রোহীদিগের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ হারাইবার উপক্রম হইলেও আমি কখনও ঝান্সীর প্রাসাদ হইতে পলায়নপূর্ব্বক ইংরেজদিগের শরণাগত হইতাম না।"

রাণীকে এইরূপ কোপাবিষ্ট দেখিয়া যোগিরাজ একটু অপ্রস্তুত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করা বড় দুষ্কর। এইরূপ চিন্তা করিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—"মা, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া একটা কথা বলিয়াছি। আমি সন্ন্যাসী। কিসে যে, রমণীদিগের আত্মসমাদর রক্ষা হয়, আর কিসে যে তাঁহাদিগের আত্মসমাদর বিনষ্ট হয়, তাহা কিছুই জানি না।"

রাণী যোগিরাজের কাতরোক্তি শ্রবণে এবং তাঁহাকে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া মনে মনে এখন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে যাইয়া স্বীয় অঞ্চলদ্বারা তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। রাণী পূর্ব্ব হইতে যোগিরাজকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করেন এবং আপন গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয় রমণীগণ বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় পুরুষদিগের গাত্রস্পর্শ বিশেষ লজ্জাকর বলিয়া মনে করেন না।

ইহারা তিনজনই কিছুকাল নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। গঙ্গাবাই এ পর্য্যন্ত একটী কথাও বলেন নাই। তিনি এ পর্য্যন্ত অনিমেষনেত্রে যোগিরাজের মুখের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি আত্মবিস্মৃতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। বোধ হয় ইহাদিগের পরস্পরের সমুদয় কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশও করে নাই। অন্যবিধ চিন্তা তাঁহার অন্তরে উদয় হইতেছিল। সুতরাং তিনি এক প্রকার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘন্টা পরে, যোগিরাজ লক্ষীবাইকে সম্বোধনপূর্ব্বক সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন—"মা, এ সংসারে আমি যাহা কিছু আপন বলিতাম;—পৃথিবীতে যাহা কিছু আমার ভালবাসার পদার্থ ছিল;—তৎসমুদয় পৃথিবী হইতে চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইলে, আমি সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বিগত দশ বৎসর যাবৎ দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিতেছি। এ পৃথিবীতে এখন আর আপন বলিবার আমার কিছুই নাই। এখন কেবল অন্যের সুখ দেখিলেই আমার মনে সুখের সঞ্চার হয়; আর অপরের দুঃখ কষ্ট দেখিলেই আমার দুঃখ হয়। এখন সমগ্র মানবমণ্ডলীর সুখ শান্তির কামনা ভিন্ন পরমেশ্বরের নিকট আমার আর কিছুই প্রার্থয়িতব্য নাই। পৃথিবীর পদপ্রভুত্ব ধন সম্পত্তি এখন আর আমার মন আকর্ষণ করিতে পারেনা। সুতরাং পদপ্রভুত্ব ধন সম্পত্তি লাভে আমার সুখী হইবার সম্ভব নাই। সংসারে শুদ্ধ কেবল সাধু চরিত্র, পবিত্র প্রেম, নিঃস্বার্থ ভালবাসা, পরোপকার, ত্যাগ স্বীকার, অকপটতা প্রণয় এবং অলৌকিক বীরত্ব দর্শন করিলেই আমার মনে অপার সুখের সঞ্চার হয়। সংসার পরিত্যাগের পর, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ পর্য্যটন করিয়াছি; ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকের স্বভাব প্রকৃতি এবং আচরণ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে নারীজীবনে ঈদৃশ অলৌকিক বীরত্ব এবং সদাশয়তা আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় নাই। আপনার অলৌকিক বীরত্ব দর্শনে আমার মনে যারপরনাই আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল। সুতরাং আপনার অনুরোধে দীর্ঘকাল ঝান্সীতে অবস্থান করিয়াছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনা উপলক্ষে আপনার আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ হইলেই আমার মনে ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান বিদ্রোহ উপলক্ষে ইংরেজেরা নিশ্চয়ই আপনার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিবে। সুতরাং দৈত্য পদদলিত ভারতউদ্যানে বীরত্বের যে অবশিষ্ট একটী পুষ্প ছিল তাহাও বিনষ্ট হইবে।"

যোগিরাজের বাক্যাবসানে লক্ষীবাই কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। তিনি

চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া গঙ্গাবাই বলিলেন—"বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের ঝান্সীর রাজ্যভারগ্রহণ যদি আপনি অন্যায় বলিয়া মনে করেন, তবে না হয় এখন আবার এ রাজ্য ইংরেজদিগকে প্রত্যর্পণ করা যাইবে। বিদ্রোহী সিপাহীগণ অনেকেই এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে। এখন যে সকল সৈন্য দেখিতেছেন, ইহাদের অধিকাংশই আমরা আত্মরক্ষার্থ পরে সংগ্রহ করিয়াছি।"

যোগিরাজ বলিলেন—"এখন ঝান্সীর রাজ্য ইংরেজদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেও ঝান্সীর হত্যার নিমিত্ত ইংরেজগবর্ণমেন্ট নিশ্চয়ই ঝান্সীররাণী এবং নগরবাসী জনসাধারণের প্রাণবিনাশ করিবেন।"

"ইংরেজদিগের হত্যার সঙ্গে রাণী লক্ষীবাইর কিম্বা নগরবাসীদিগের সংশ্রব না থাকিলেও তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিবেন ?"

"রাণী রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই ইংরেজেরা মনে করিবেন যে, রাণীর আদেশানুসারেই সিপাহীগণ ইংরেজদিগকে হত্যা করিয়াছে।"

"ইংরেজেরা কি ইহার সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিবেন না ?"

"কানপুরে তাঁহারা কি সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিয়া দশহাজার নরনারীর প্রাণবধ করিয়াছেন ? ইংরেজেরা অতিশয় স্বার্থপর জাতি। এদেশে প্রবল আত্মরক্ষার বাসনা তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই কুকার্য্যে এবং নিষ্ঠুরাচরণে রত করিতেছে। মহারাজ হলকার প্রাণপণে ইংরেজদিগের সাহায্য করিতেছেন। বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ হইতে অসংখ্য অসংখ্য ইংরেজ পুরুষ ও রমণীর জীবন এবং ইংরেজদিগের মালখানার টাকা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজেরা তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক, কপটাচারী এবং শত্রু মনে করিয়া তাঁহার রাজ্যমধ্যে মার্শেল আইন (Martial Law) জারি করিলেন, তাঁহার অসংখ্য প্রজার প্রাণবিনাশ করিলেন, এবং তাঁহার রাজ্যমধ্যে ঘোর উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। পরে অনেক কষ্টে তিনি আপন সদভিপ্রায়ের প্রমাণ প্রদানান্তর কয়েকটী ইংরেজকে বশীভূত করিয়াছেন। কিন্তু ইন্দোরের রেসিডেন্ট ডুরাণ্ড সাহেব এখনও হলকারকে কপটাচারী এবং বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।"

রাণী লক্ষীবাই এপর্য্যন্ত নির্ব্বাক ছিলেন। গঙ্গাবাইয়ের সঙ্গে যোগিরাজের কথোপকথন চলিতেছিল। কিন্তু হলকারের প্রতি ইংরেজদিগের এই নৃশংস আচরণের কথা শ্রবণমাত্র তিনি অত্যন্ত ঘৃণা এবং বিরক্তির ভাব প্রকাশপূর্ব্বক কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—"ধিক্ হলকারকে !—ধিক্ হলকারের জীবনে !

—ধিক্ তাহার রাজত্বে!—এ মহারাষ্ট্রীয় কুলাঙ্গার কেন বৃথা জীবনধারণ করিতেছে? এইরূপ ঘৃণিত জীবনধারণ অপেক্ষা মৃত্যু কি অধিক বাঞ্ছনীয় নয়? ইংরেজেরা তাঁহাকে অন্যায়পূর্ব্বক এবং অকারণ কপটাচারী এবং বিশ্বাস-ঘাতক বলিয়া সন্দেহ করিতেছে—কেবল সন্দেহ করিতেছে তাহা নহে,—স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাকে শত্রু বলিয়া তাঁহার প্রজাগণের প্রাণবিনাশ করিতেছে;—কিন্তু এই মহারাষ্ট্রীয়কুলাঙ্গার এখনও ইংরেজদিগের অনুগ্রহের প্রার্থী হইয়া আপন সাফাই সাক্ষী উপস্থিত করিতেছে। শুদ্ধ কেবল একটা নামমাত্র রাজত্বের জন্য এত কাপুরুষতা প্রকাশ করে? না,—বাবা, আমি কখনও এই অকিঞ্চিৎকর জীবনরক্ষার্থ ইংরেজের শরণাপন্ন হইব না—এ জীবন থাকিতে আমি বিনাযুদ্ধে কখনও ঝান্সী ইংরেজদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিব না। ধিক্ এ জীবনে! হলকারের ন্যায় কাপুরুষতার পরিচয় প্রদান করিব?"

"মা,—আপনি অনর্থক হলকারের নিন্দা করিতেছেন। ইংরেজেরা অন্যায়াচরণ করিলেও, আমাদের দেশের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দেশীয় লোকদিগকে ইংরেজের বশীভূত হইয়া থাকিতে হইবে। আমি লক্ষ্ণৌ হইতে অনেক কষ্টে ইন্দোরে যাইয়া হলকারকে ইংরেজদিগের বশীভূত হইয়া থাকিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছি।"

"এ অতি আশ্চর্য্য! আপনার মধ্যে যে এবার ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। মহারাজের মৃত্যুর পর, ইংরেজেরা আমার রাজ্যহরণ করিলে, আপনি ইংরেজদিগকে ঘোর অত্যাচারী বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে লাগিলেন। আর এখন আপনি বলিতেছেন, ইংরেজেরা অন্যায়াচরণ করিলেও তাহাদিগের বশীভূত হইয়া থাকিতে হইবে। ইংরেজেরা অন্যায়াচরণ পূর্ব্বক হলকারের রাজ্যে উপদ্রব করিতেছে; আর হলকারকে আপনি তাহাদিগের বশীভূত হইয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়াছেন?"

"মা, আমি অবস্থানুসারে যখন যাহা উচিত বোধ করিয়াছি তখন তদনুরূপ কার্য্য করিতে আপনাকে পরামর্শ প্রদান করিয়াছি। আমি তখনও ইংরেজদিগের সঙ্গে আপনাকে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ প্রদান করি নাই, আর এখনও তাহাদিগের সঙ্গে আপনার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত মনে করি না।"

"কি জন্য আপনি অনুচিত মনে করেন? আমার যথেষ্ট সৈন্য নাই—অর্থ নাই—আমি ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে পরাজিত হইব—এই এই আশঙ্কায়ই ত ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করা অনুচিত মনে করেন? কিন্তু

হলকারের ন্যায় কাপুরুষতার পরিচয় প্রদান করিয়া আমি এ অকিঞ্চিৎকর জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। তদ্রূপ কাপুরুষতার পরিচয় প্রদান করা অপেক্ষা মৃত্যু অধিকতর বাঞ্ছনীয়।”

“আপনি যুদ্ধে পরাজিত হইবেন—শুদ্ধ কেবল সেই আশঙ্কায় আপনাকে আমি যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করি না। এই যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়ই দেশের ঘোর অনিষ্টের কারণ হইয়া পড়িবে।”

“জয় পরাজয় উভয়ই কিরূপে অনিষ্টের কারণ হইবে? গোমাংসভোজী ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ইংরেজশূকরদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিলে নিশ্চয়ই দেশের মঙ্গল হইবে।”

রাণীর মুখ হইতে—“গোমাংসভোজী ইংরেজশূকর” শব্দ বিনির্গত হইবামাত্র যোগিরাজ এখন এই সকল কথা পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—“হাঁ, এই গোমাংসভোজী শূকরদিগকে আর কিছুকাল এদেশে রাজত্ব করিতে না দিলে দেশের গোরুর সংখ্যা হ্রাস হইবে না। দেশের সমুদয় লোকই গোরু। আপনি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেই কি হইবে? গোরুর উপর প্রভুত্ব করিবেন?”

“দেশের সমুদয় লোককে ইংরেজরাই গোরু করিয়া রাখিয়াছে। কে হলকারকে গোরু করিয়াছে?—কে সিন্ধিয়াকে কাপুরুষ করিয়াছে? এই ইংরেজই সমুদয় অনর্থের মূল। আমি কখনও ভীরুতা প্রকাশপূর্ব্বক ঝান্সী ইংরেজদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিব না। একান্তই যদি পরাজিত হইতে হয়, তবে সম্মুখসংগ্রামে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া পরলোকে মহারাজকে লাভ করিব।”

ঝান্সী বিদ্রোহের আমূল বিবরণ শ্রবণান্তে যোগিরাজ মনে মনে স্থির করিলেন যে, তিনি রাণীকে যুদ্ধ হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিবেন। এবং ইংরেজগবর্ণমেণ্টের সঙ্গে রাণীর সদ্ভাব সংস্থাপনের উপায় অবলম্বন করিবেন। তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, ঝান্সীহত্যার সঙ্গে রাণীর কোন সংশ্রব ছিল না, এবং রাণীকে কতকটা বাধ্য হইয়া রাজসিংহাসন গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার মনে হইল যে, ঝান্সী হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত অবস্থা ইংরেজেরা জানিতে পারিলে এবং রাণী লক্ষ্মীবাই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিনাযুদ্ধে ঝান্সী ইংরেজদিগকে প্রত্যর্পণ করিলে, ইংরেজেরা আর রাণীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। এইরূপ চিন্তা করিয়াই তিনি এপর্য্যন্ত রাণীকে আপন অভিপ্রেত পথে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু হলকারের কথা শুনিয়া রাণী

একটু উত্তেজিত হইলে পর, যোগিরাজ এখন এই সকল কথা পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে পরিহাসচ্ছলে দেশীয় লোকদিগকে গোরু বলিয়া কথোপকথন সমাপ্ত করিলেন। তিনি মনে করিলেন যে, দুই এক দিনের মধ্যে রাণীকে আপন অভিপ্রেত পথে আনিতে পারিবেন না। কিন্তু দশ পনের দিবস বসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে সকল বিষয় বুঝাইয়া বলিলে, বুদ্ধিমতী রাণী লক্ষ্মীবাই নিশ্চয়ই তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিবেন।

যোগিরাজ পরিহাসের ভাব অবলম্বন করিবামাত্র কথাবার্ত্তা গাম্ভীর্য্যবিবর্জ্জিত হইল। এদিকে বেলা তিন ঘটিকা হইবামাত্র রাণী দুর্গে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গঙ্গাবাই কার্য্যান্তরের ছলনা করিয়া অপরাহ্নে আর দুর্গে গমন করিলেন না। তিনি এবং যোগিরাজ উভয়েই মন্ত্রভবনে বসিয়া রহিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাই একাকিনী দুর্গ পরিদর্শনার্থ চলিয়া গেলেন।

ঊনত্রিংশতম অধ্যায়।

প্রকৃত প্রেম।

ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, গঙ্গাবাইর ঝান্সীর রাজ অন্তঃপুরবাসিনী হইবার পূর্ব্বে প্রায় বৎসরেক যাবৎ যোগিরাজ নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রীর গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় যোগিরাজকে অত্যন্ত সচ্চরিত্র এবং ধার্ম্মিক দেখিয়া তাঁহার হস্তে স্বীয় কন্যা গঙ্গাবাইকে সম্প্রদান করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। কিন্তু গঙ্গাবাই তখন এ বিষয় কিছুই জানিতেন না। তিনি তাঁহার পিতার অভিপ্রায় তখন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন যোগিরাজ তাঁহার পিতার নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছেন। যোগিরাজ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বলিয়া, তিনিও যোগিরাজকে সহোদর অপেক্ষাও অধিকতর স্নেহ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয় কুলকামিনীগণ বঙ্গমহিলাদিগের ন্যায় পুরুষদিগের সঙ্গে মিশিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। বঙ্গদেশ-প্রচলিত অস্বাভাবিক অবরোধপ্রথা মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। সুতরাং গঙ্গাবাই অসঙ্কুচিতচিত্তে এবং অকপটে যোগিরাজের সঙ্গে সর্ব্বদাই বাক্যালাপ করিতেন, এবং কখনও কখনও একত্রে আহার বিহার করিতেন। যোগিরাজের প্রকৃত নাম যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তাঁহাকে গৈরিক বস্ত্র পরি-

ধান করিতে দেখিয়া গঙ্গাবাই একদিন হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে যোগিরাজ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সেই-হইতে যোগেশ যোগিরাজ নামে অভিহিত হইলেন। কিন্তু নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রী কখনও তাঁহাকে যোগেশ বলিয়া সম্বোধন করিতেন, কখন কখন বা আনন্দাশ্রমস্বামী বলিতেন।

গঙ্গাবাইর পিতৃগৃহে অবস্থানকালে দিন দিন যোগিরাজের প্রতি তাঁহার ভালবাসা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহাদের উভয়ের অন্তরস্থিত সদ্গুণ এবং সদাশয়তা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের হৃদয় আকর্ষণ করিতে লাগিল। গঙ্গাবাইর পিতৃগৃহে সকলেই তাঁহাকে সীতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রী গঙ্গাবাইর মুখখানি ধরিয়া সর্ব্বদাই বলিতেন "স্বয়ং সীতা আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন"—এই জন্যই পিতৃগৃহে গঙ্গাবাই সীতা নামে অভিহিত হইলেন। যোগিরাজও তাঁহাকে সীতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কিন্তু কখনও কখনও তিনি গঙ্গাবাইর সাক্ষাতেই নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রীকে বলিতেন—"আপনার সীতার মুখখানি দেখিলেই আমার ভগ্নীদ্বয়ের শোক কতকটা নিবারিত হয়। ইনি কেবল সীতা নহেন,—ইনি সন্তাপহারিণী।"

ক্রমে যোগিরাজের প্রতি গঙ্গাবাইর এবং গঙ্গাবাইর প্রতি যোগিরাজের ভালবাসা এতদূর বৃদ্ধি হইল যে, গঙ্গাবাই যোগিরাজকে সুখী দেখিলে কিম্বা সুখী করিতে পারিলে যারপরনাই সুখানুভব করিতেন, আর যোগিরাজও কি প্রকারে গঙ্গাবাইকে সুখী করিবেন তাহাই সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও এ প্রগাঢ় ভালবাসা একটা না একটা নির্দ্দিষ্টাকারে পরিণত হয় নাই, কিম্বা নির্দ্দিষ্টগতি অবলম্বন করে নাই। এ উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন ভালবাসা ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। উদ্যানে প্রস্ফুটিত গোলাপ দর্শনে যদ্রূপ মনে আনন্দের সঞ্চার হয়; ইহাদের একজন অপরের মুখদর্শনে তদ্রূপ বিমলানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। গঙ্গাবাইর পাণিগ্রহণ করিবেন, এরূপ চিন্তা কখনও যোগিরাজের মনে এপর্য্যন্ত উদয় হয় নাই। পক্ষান্তরে বিবাহ কি,—তাহা গঙ্গাবাই এখন পর্য্যন্তও বুঝিতে পারেন নাই।

কিন্তু স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম, চিন্তা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মানসিকভাব সংসারের অন্যান্য পদার্থ এবং বিষয়ের ন্যায় অনির্দ্দিষ্টাবস্থা হইতে ধীরে ধীরে একটা না একটা নির্দ্দিষ্টাকারে পরিণত হইয়া নির্দ্দিষ্ট গতি অবলম্বন করে। এ বিশ্বসংসারের সমুদয় পদার্থ কিম্বা বিষয়ের জন্ম এবং পরিবর্দ্ধনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে অনির্দ্দিষ্টাবস্থা(indefinite con-

dition) হইতে নির্দ্দিষ্টাবস্থা (defini : condition) প্রাপ্তিকে স্বাভাবিক উৎপত্তি এবং পরিবর্দ্ধন বলা যায়। তদ্বিপরীত অবস্থাই অস্বাভাবিক উৎপত্তি এবং পরিবর্দ্ধন। মানুষ কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক, কিম্বা নিয়মস্থাপন করিয়া কোন বস্তু কিম্বা বিষয়কে একেবারেই নির্দ্দিষ্টাকারে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলে,সে বস্তু কিম্বা বিষয় অস্বাভাবিক অবস্থা অবলম্বন করে। কৃত্রিম উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক আষাঢ় মাসে যে আম্র সুপক্ক হইবে, তাহা বৈশাখ মাসে সুপক্ক করা যাইতে পারে। কিন্তু সে আম্র নিশ্চয়ই স্বাদহীন হইবে।

নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রী মনে করিলেন যে, গঙ্গাবাইর প্রতি যোগিরাজের এবং যোগিরাজের প্রতি গঙ্গাবাইর প্রগাঢ় ভালবাসার সঞ্চার হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের কাহারও নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন না। লক্ষ্যহীন এবং উদ্দেশ্যহীন ভালবাসা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া নির্দ্দিষ্টাকারে পরিণত না হইলে, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কখনও নিঃস্বার্থ প্রেমের সঞ্চার হয় না। ইনি আমার স্বামী, অথবা ভবিষ্যতে ইনি আমার স্বামী হইবেন ; কিম্বা ইনি আমার সহধর্ম্মিণী অথবা ভবিষ্যতে ইনি আমার সহধর্ম্মিণী হইবেন—মনোমধ্যে ঈদৃশ চিন্তা, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের উদয় হইবার পর, একজন অপরকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলে, সে ভালবাসা সংঘটিত হইবার পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্টাকার এবং নির্দ্দিষ্টগতি অবলম্বন করে। সুতরাং তদ্রূপ অবস্থায় নিঃস্বার্থ এবং নিরপেক্ষ প্রেম সঞ্চারের সম্ভব নাই। চিন্তাশীল নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রী এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া যোগিরাজের নিকট স্পষ্টাক্ষরে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন না। যোগিরাজও আপন ভগ্নীদ্বয়ের মৃত্যুর পর, দারপরিগ্রহের অভিপ্রায় আপন অন্তর হইতে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, দুর্ব্বিসহ শোকতাপ তাঁহার অন্তর হইতে পার্থিব সুখের বাসনা একেবারে বিদূরিত করিয়াছিল। নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রী তাঁহার তদ্রূপ অবস্থা দর্শনে সময় সময় তাঁহাকে পুনর্ব্বার সংসারধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেন এবং কখনও তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিতে বলিতেন। কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর যাবৎ তিনি বিবাহ করিবার আশা মুহূর্ত্তের নিমিত্তও মনে স্থান প্রদান করেন নাই, সুতরাং সহজে এবং সহসা বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয় মধ্যে পুনরুদ্দীপ্ত হইবার সম্ভব ছিল না। তিনি তখন নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রীর কথায় বিশেষ কর্ণপাত করিতেন না। কিন্তু পরে, যখন গঙ্গাধর রাও কলে কৌশলে গঙ্গাবাইকে আপন অন্তঃপুরবাসিনী করিলেন, তখন নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রী যোগিরাজের নিকট

আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রীর কষ্টদর্শনে যোগি-রাজের হৃদয় যারপরনাই ব্যথিত হইল। এদিকে গঙ্গাবাইর প্রতি তাঁহার হৃদয়স্থিত প্রগাঢ় প্রেম তখন নির্দ্দিষ্টাকারে পরিণত হইল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, গঙ্গাবাই নিজে সম্মতা হইলে, তিনি ঝান্সীর রাজার অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে বাহির করিয়া আনিয়া বিবাহ করিবেন। যোগিরাজ গঙ্গাবাইকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলে পর, নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রীও ঝান্সীর ইংরেজরেসিডেন্টের সাহায্যে গঙ্গাবাইকে রাজার অন্তঃপুর হইতে বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যোগিরাজ স্বয়ং গঙ্গাবাইর অভিপ্রায় জানিবার জন্য গোপনে তাঁহার নিকট পত্র লিখিলেন। যোগিরাজের সেই পত্র এবং গঙ্গাবাইর পত্রোত্তরের লিখিত বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে আর সেই সকল বিষয় সবিস্তারে পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু গঙ্গাবাই তখন দুর্ভাগ্যক্রমে যোগিরাজের পত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া পত্রোত্তরে লিখিলেন "আমি ভাল আছি; বিশেষ কষ্ট নাই।"

গঙ্গাবাইর ঈদৃশ উত্তরপ্রাপ্তির পর, যোগিরাজ মনে করিলেন যে, গঙ্গাবাই রাজার অন্তঃপুরবাসিনী হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছেন; সুতরাং তাঁহাকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিবার আর চেষ্টা করিলেন না। গঙ্গাবাইকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাঁহার অন্তর হইতে একেবারে বিদূরিত হইল। কিন্তু গঙ্গাবাইর প্রতি তাঁহার স্নেহের কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হইল না। কেনই বা হ্রাস হইবে। তিনি ত বিবাহ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতেন না। তিনি তাঁহাকে কনিষ্ঠা সহোদরা মনে করিয়া এখনও স্নেহের সহিত তাঁহার সরলতা পরিপূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি আপন হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন।

প্রাগুক্ত এই সকল ঘটনার বৎসরেক পরে, রাজা গঙ্গাধর রাওর মৃত্যু হইল। লর্ড ড্যালহৌসী তখন ঝান্সীপ্রদেশ ইংরেজরাজ্যভুক্ত করিবার অভিপ্রায় করিলেন। যোগিরাজ মনে করিলেন, ঝান্সীর রাজ্যশাসনভার লক্ষ্মীবাইর হস্তে থাকিলে, গঙ্গাবাইর কথঞ্চিৎ সুখে কালযাপন করিবার সুযোগ হইবে। লক্ষ্মীবাই যে গঙ্গাবাইকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাহা যোগিরাজের অবিদিত ছিল না। সুতরাং তিনি মনে-মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, গঙ্গাবাই প্রখরা এবং সুশিক্ষিতা; লক্ষ্মীবাইর হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত হইলে সমুদয় রাজকার্য্যই গঙ্গাবাইকে করিতে হইবে; এবং এইরূপ প্রজারক্ষণ এবং প্রজাপালনব্রতে ব্যাপৃত হইলে বৈধব্যাবস্থায়ও গঙ্গাবাই অহল্যাবাইর ন্যায়

পরোপকারব্রত এবং বিবিধ সদনুষ্ঠানে জীবন সমর্পণ করিয়া সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন।

এইরূপ চিন্তা করিয়াই যোগিরাজ ঝান্সীর রাজ্য ইংরেজদিগের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের এবং ভারতবর্ষের বিবিধ সংবাদপত্রে লর্ড ড্যালহৌসীর কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ করিলেন। লক্ষীবাই এবং লক্ষীবাইর পিতা তদ্দর্শনে যোগিরাজের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।

এই সময় অন্যূন ছয় মাস যোগিরাজ ঝান্সীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। অন্যান্য লোকের সম্মুখে গঙ্গাবাইর সঙ্গে সর্ব্বদাই তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হইত। কিন্তু এক দিন গোপনে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রমুখাৎ তাঁহার সমুদয় দুরবস্থার কথা শ্রবণে যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। তিনি গঙ্গাবাইর পত্রোত্তর পাইয়া তখন মনে করিয়াছিলেন যে, গঙ্গাবাই রাজ অন্তঃপুরবাসিনী হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছেন; কিন্তু এখন জানিতে পারিলেন যে, গঙ্গাবাই রাজ অন্তঃপুর সর্ব্বদাই নরক বলিয়া মনে করিতেন; শুদ্ধ কেবল তাঁহার কষ্টের কথা শুনিয়া তাঁহার পিতার মনে কষ্ট হইবে, তজ্জন্যই পত্রোত্তরে লিখিয়াছিলেন "আমি ভাল আছি—বিশেষ কষ্ট নাই"—

গঙ্গাবাই অকপটে আত্মবিবরণ তাঁহার নিকট বিবৃত করিলে পর, যোগিরাজ সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, রাজপ্রাসাদবাসিনী হইবার পর তিনি এক দিন কিম্বা এক মুহূর্ত্তও সুখে জীবনযাপন করেন নাই, এবং তাঁহার প্রতি গঙ্গাবাইর অকৃত্রিম ভালবাসা কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় নাই। * * * * * * গঙ্গাবাইর সমুদয় কথা শ্রবণান্তে যোগিরাজের মনে দুইটি প্রশ্নের উদয় হইল—"এখন কি করিব?" "কি উপায় অবলম্বন করিয়া ইহাকে সুখী করিব।"

গঙ্গাবাইর সুখসম্ভোগপরিবর্দ্ধনার্থই তিনি ঝান্সীর রাজপদ ইংরেজদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ইংরেজেরা অনতিবিলম্বে ঝান্সী তাঁহাদিগের রাজ্যভুক্ত করিলেন। ঝান্সীর রাণীদিগের গাত্রাভরণ পর্য্যন্ত তাঁহারা ষ্টেটের সম্পত্তি বলিয়া হস্তগত করিলেন। সুতরাং যোগিরাজ গঙ্গাবাইকে সুখী করিবার নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নিষ্ফল হইল।

ইহার পর, যোগিরাজ ঝান্সী পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু গঙ্গাবাইর নিকট বিদায় চাহিলেই তিনি মনঃকষ্টে একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া

পড়িতেন। যোগিরাজ তাঁহাকে তাঁহার মনঃকষ্টের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিতেন না। কিম্বা মুখে যোগিরাজকে কখনও ঝান্সীতে অবস্থান করিতেও অনুরোধ করিতেন না। যোগিরাজ আজ যাইবেন, কাল যাইবেন, বলিয়া প্রায় মাসাধিক অতিবাহিত হইল। এক এক দিন তিনি নিশ্চয়ই চলিয়া যাইবেন বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু গঙ্গাবাইর নিকট বিদায় চাহিতে গেলেই, সেদিন আর ঝান্সী পরিত্যাগ করিতে পারেন না। গঙ্গাবাইর বিষণ্ণ বদন দেখিলেই তাঁহার আর তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। অবশেষে একদিন একান্তই ঝান্সী পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাইর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পরে, গঙ্গাবাইর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। গঙ্গাবাইর সঙ্গে বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানসম্বন্ধে প্রথম কথোপকথন হইতে লাগিল। এই সকল কথাবার্ত্তার পর, বিদায় হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি গঙ্গাবাইকে বলিলেন—"সীতে, তুমি অকপটে আমার নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিলে আমি আজ একটী কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতাম।" প্রত্যুত্তরে গঙ্গাবাই বলিলেন—"আপনার নিকট কি আমি কখনও কপটাচরণ করিয়াছি ?"

এই বলিয়া তিনি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন যোগিরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসে তোমাকে সুখী করিতে পারে ?—কি হইলে তুমি সুখী হইবে—আমার নিকট বলিবে ?"

গঙ্গাবাই এ প্রশ্নের আর উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। তিনি নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। যোগিরাজ আবার কিছুকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার পিতাকে দেখিতে ইচ্ছা হয় ? পিতাকে দেখিলে তোমার মনঃকষ্ট দূর হইবে ?"

এ শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরে গঙ্গাবাই বলিলেন—"পিতার অদর্শনে যে কত কষ্ট হইতেছে, তাহা পরমেশ্বর ভিন্ন আর কাহারও জানিবার সাধ্য নাই।"

যোগিরাজ এই কথা শুনিয়াই বলিলেন—"আমি অদ্যই ঝান্সী পরিত্যাগ করিব। তোমার পিতার অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আবার সত্বরই এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।"

এই বলিয়া তিন বৎসর পূর্ব্বে যোগিরাজ গঙ্গাবাইর নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণপূর্ব্বক নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রীর অন্বেষণে দেশবিদেশ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রী পুনাতে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু যোগিরাজ

মনে করিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই দেশের মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। সুতরাং তিনি পঞ্জাব, রাজপুতনা প্রভৃতি প্রদেশে ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এই তিন বৎসর যাবৎ গঙ্গাবাইকে সুখী করিবার চিন্তাই যোগিরাজের মনে সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে। গঙ্গাবাইকে সুখী করা তাঁহার জীবনের একটী ব্রত হইয়া পড়িয়াছে। প্রেম এবং কর্ত্তব্য তাঁহার জীবনের একমাত্র পরিচালক হইয়াছে।

কিন্তু মনোমধ্যে একটী চিন্তা বদ্ধমূল হইয়া পড়িলে, তদনুষঙ্গিক অন্যান্য শত শত চিন্তা ক্রমেই অন্তরাকাশে উদয় হইতে থাকে। যোগিরাজ কখনও কখনও ভাবিতেন,—"যদি ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, কিম্বা যদি ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর মৃত্যু হইয়া থাকে—তবে কিরূপে সীতাকে সুখী করিব? আবার কখনও কখনও তাঁহার মনে হইত—সীতা আমাকে দেখিলেই সুখানুভব করেন, তবে কি তিনি আমাকে বিবাহ করিলে সুখী হইবেন? তাঁহার পিতার বিধবাবিবাহে কখনও আপত্তি হইবে না, তাঁহার পিতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া না হয় সীতাকে বিবাহ করিব।"

এই শেষোক্ত চিন্তা মনের মধ্যে উদয় হইলেই, আবার নিজেই তাহা খণ্ডন করিতেন; আবার নিজেই মনে মনে চিন্তা করিতেন—"না, কখনও না; সীতার আর বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠসহোদরের ন্যায় মনে করেন। তিনি ত আর সামান্যা রমণী নহেন। বাল্যাবস্থা হইতেই শুদ্ধ কেবল সদনুষ্ঠান, সৎকার্য্য, এবং সদাচরণের দিকেই তাঁহার মন আকৃষ্ট রহিয়াছে। এইরূপ পুণ্যবতীর মন কি কখনও বিবাহ ইত্যাদি পার্থিব সুখ-চিন্তায় কাতর হইয়া পড়ে। "কিসে তোমাকে সুখী করিবে?" এইরূপ প্রশ্ন করিয়া হয় ত আমি অন্যায় করিয়াছি। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং প্রখরা। হয় ত আমার ঈদৃশ প্রশ্ন তাঁহাকে দুঃখিত করিয়াছে। আমার অভিপ্রায় সম্বন্ধে তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় পুণ্যবতীর অন্তরে আমার ন্যায় লোককে বিবাহ করিবার ইচ্ছা কখনও উদয় হইতে পারে না। এ সংসারে ঈদৃশ পুণ্যবতীর উপযুক্ত পাত্র একেবারে দুষ্প্রাপ্য। ইনি এ সংসারে সত্য সত্যই সীতার ন্যায় কষ্টভোগ করিয়া মানবজীবনের কবিত্ব প্রদান করিতে আসিয়াছেন।"

বিগত তিন বৎসর যাবৎ যোগিরাজের মনে গঙ্গাবাইর সম্বন্ধে ঈদৃশ

বিবিধ চিন্তা সমুদিত হইতে লাগিল। যতই গঙ্গাবাইর বিষয় ভাবিতেন, ততই তাঁহার প্রতি স্নেহ এবং ভালবাসা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এদিকে যোগিরাজের ঝান্সী পরিত্যাগের পর, বিগত তিন বৎসর যাবৎ গঙ্গাবাইর অন্তরে যোগিরাজের চিন্তা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। মুহূর্ত্তের নিমিত্তও তিনি যোগিরাজকে অন্তর হইতে দূরে রাখিতে পারেন না। সর্ব্বদাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"কিসে আমাকে সুখী করিতে পারে" এই প্রশ্ন করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমাকে সুখী করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াও আমাকে সুখী করিতে চাহেন। আমি বড়ই অকৃতজ্ঞ—বড়ই নিষ্ঠুর—কেন আমি তখন অকপটে বলিলাম না—'তোমাকে সুখী করিতে পারিলেই আমার সুখ হয়—তোমাকে সুখী দেখিলেই আমার মনে সুখের সঞ্চার হয়—তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তোমার চরণ সেবা করিলেই মনে বড় আনন্দ হয়'—

এইরূপ চিন্তা করিয়া আবার নিজে নিজেই অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন। নিজেই আবার মনে মনে ভাবিতেন, "এ সকল কথা না বলিয়া ভালই করিয়াছি। আমার মন হয় ত অত্যন্ত অপবিত্র; সেই জন্যই তাঁহার সঙ্গিনী হইবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি জিতেন্দ্রিয় কৌমার ব্রহ্মচারী। আমার ন্যায় পাপীয়সীর—আমার ন্যায় কলঙ্কিনীর তাঁহার সঙ্গিনী হইবার আশা করাও উচিত নহে। আমার সংস্পর্শও বোধ হয় তাঁহাকে অপবিত্র করিবে। আমি আত্মসুখাভিলাষিণী হইয়া তাঁহাকে কলঙ্কিত করিব? কি কৃতঘ্নতা। তিনি আমাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসেন, আর আমি তাঁহার বক্ষে ছুরিকা প্রদান করিব? তাঁহার ধর্ম্মজীবন নষ্ট করিব? কখনও না—কখনও না—। এ মনের আগুন মৃত্যু পর্য্যন্ত জ্বলিয়া চিতানলের সঙ্গে নির্ব্বাপিত হউক—কিন্তু তাঁহাকে কলঙ্কিত করিব না। আমার মনের ভাব তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলে, হয় ত আমাকে সুখী করিবার জন্য তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইতেন। কিন্তু আমিই কেবল সুখী হইতাম। আমি তাঁহার ন্যায় রত্ন লাভ করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতাম। কিন্তু তাঁহার কি সুখী হইবার সম্ভব আছে। এই কলঙ্কিনীর সংস্পর্শ কি তাঁহার ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মাত্মাকে সুখী করিতে পারে? এ পাপচিন্তা হৃদয় হইতে দূর হউক। কামাসক্ত গঙ্গাধর রাওর উপপত্নী কি জিতেন্দ্রিয় যোগেশের ধর্ম্মপত্নী হইতে পারে?"

ইহাদিগের একের প্রতি অপরের মনের এইরূপ ভাব ছিল বলিয়াই বিবাহের ইচ্ছা কাহারও হৃদয়ে স্পষ্টরূপে সমুদিত হয় নাই। যোগিরাজ গঙ্গাবাইকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং কি উপায়ে তাঁহাকে সুখী করিবেন তাহাই কেবল চিন্তা করিতেন। গঙ্গাবাই যোগিরাজের মুখাবলোকনার্থ সময় সময় অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেন। কিন্তু তাঁহাকে বিবাহ করিবার চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইলেই আপনাকে অকৃতজ্ঞ, পাপীয়সী এবং কলঙ্কিনী বলিয়া ধিক্কার করিতেন। বিগত তিন বৎসর যাবৎ এইরূপ অবস্থায় ইহারা দুইজনে কাল যাপন করিতেছিলেন। তিন বৎসরের পর, গত কল্য ইহাদিগের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত ইহাদিগের নির্জ্জন সম্মিলন হয় নাই। এখন অপরাহ্নে লক্ষ্মীবাই দুর্গ পরিদর্শনার্থ চলিয়াগেলে পর, ইহাদিগের একের নিকট অপরের মনের কথা বলিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। কিছুকাল উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শাস্ত্রকারেরা বলেন হৃদয়ের পূর্ণ অবস্থায় মুখ হইতে বাক্য নির্গত হয়, কিন্তু আমরা সর্ব্বদা আবার দেখিতেছি, যে, হৃদয়ের পরিপূর্ণ অবস্থায় বাক্যের পথাবরোধ হয়। তখন আর বাক্য দ্বারা হৃদয়ের ভাব কেহ ব্যক্ত করিতে পারে না।

যোগিরাজ অনেক কষ্টে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"সীতে, বিগত তিন বৎসর যাবৎ তোমার পিতার অনুসন্ধানে নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে বিঠুরে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমান বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইলে পর, ঝান্সীতে আসিয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে এই বিদ্রোহের পর, তোমরা যে ঝান্সীতে থাকিতে পারিবে, তাহার আশা নাই। হয় ত কানপুরের ন্যায় ইংরেজেরা ঝান্সীও জনশূন্য করিবেন। আমার এ তিন বৎসরের পরিশ্রম বৃথা হইল।"

গঙ্গাবাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা বিঠুরে গিয়াছেন কেন?"

"তান্তিয়াতপির অনুরোধেই সম্প্রতি বিঠুরে অবস্থান করিতেছেন।"

"বর্ত্তমান বিদ্রোহ কি তাঁহারই চেষ্টার ফল?"

"না,—তিনি তিন বৎসর পূর্ব্বেই সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াই পুনা নগরে অবস্থান করিতেছিলেন।"

"তিনি কি আমার শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন?"

এই প্রশ্নের উত্তরে যোগিরাজ নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রীর বর্ত্তমান সমুদয় অবস্থা

বিবৃত করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সমুদয় বিবরণ বিবৃত করিবার পর, অবশেষে বলিতে লাগিলেন—"তোমার পিতা যৌবনকালে জননীর অনুরোধে আপন অবলম্বিত দেশ সংস্কারব্রত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া এখন বৃদ্ধ বয়সে অত্যন্ত অনুতাপ করেন। তাঁহার এখন বিরাশি বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। বোধ হয় এই অনুতাপ পালনই তাঁহাকে ধীরে ধীরে দগ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণবিনাশ করিবে। সর্ব্বদাই তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে জীবন যাপন করিতেছেন।

"তাঁহার অনুতাপ করিবার ত কারণ দেখিনা। তিনি ত কখনও কোন প্রকার পাপানুষ্ঠান করেন নাই। তাঁহার সন্তানলাভই তাঁহার দুঃখের একমাত্র কারণ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পুত্রকন্যাই তাঁহাকে চিরজীবন অসুখী করিয়াছে।"

"তিনি মনে করেন যে তাঁহার পুত্র কন্যার দুরবস্থা তাঁহারই কৃতাপরাধের ফল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন যে, তাঁহার নিজের দোষেই তাঁহার পুত্রকন্যার এইরূপ দুরবস্থা হইয়াছে।"

"তাঁহার কিছু মাত্র দোষ নাই। তাঁহার জননী এবং তাঁহার পুত্রকন্যারই সমুদয় দোষ।"

"তাঁহার নিজেরও কতকটা দোষ আছে বই কি।"

"তাঁহার নিজের কি দোষ?"

"তাঁহার নিজের দোষ নহে? কুসংস্কার এবং বিবিধ কুরীতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি সমাজসংস্কারব্রত অবলম্বন করিলেন। পরে শুদ্ধ কেবল জননীর অনুরোধে এবং সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে, জীবনের এই মহৎ ব্রত পরিত্যাগ করিলেন। তিনি সমাজচ্যুত হইয়া স্বীয় ব্রতপালনে বদ্ধপরিকর হইলে, দেশের উপকার করিতে পারিতেন। এবং তোমাদের ভাইভগ্নীরও এ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইত না। তিনি সমাজচ্যুত হইলে রাজা গঙ্গাধররাও কখনও তোমার করপ্রার্থী হইতেন না। কিম্বা ঝান্সীর সেই অর্থলোলুপ ব্রাহ্মণ অর্থলোভে তোমার জ্যেষ্ঠসহোদরের হস্তে আপন কন্যা সম্প্রদান করিতেন না। মানুষ অগ্রে আপনাকে সমুন্নত না করিয়া কখনও অপরকে উন্নতির পথে পরিচালন করিতে পারে না। সমাজসংস্কার করিতে হইলে, অগ্রে হিন্দুসমাজের সর্ব্ব প্রকার কুরীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। সেই সকল কুরীতি পরিত্যাগ করিলেই লোককে সমাজচ্যুত হইতে হয়। সুতরাং অবস্থানুসারে সমাজচ্যুতি এক প্রকার সৌভাগ্যের কারণ হইয়া পড়ে।"